বর্ষ ১ সংখ্যা ২০

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১৬-৩০ এপ্রিল, ২০২১

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা আমাদের আত্মনির্ভর ভারতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

পৃঃ ৬-৭

আরও ভালো বাছাইয়ের জন্য ইউনিফায়েড টেস্টিং

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনছে

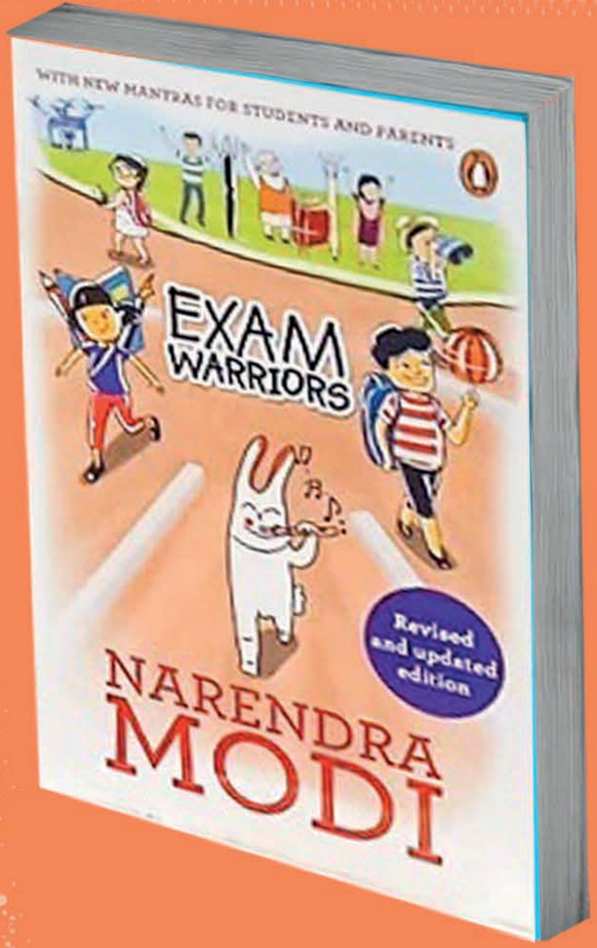

- করোনা মহামারির কঠিন সময়ের পর আবার পরীক্ষার দিনগুলি এসেছে। ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ এই সময়ে বিশেষ উদ্বেগে থাকে। কিন্তু লেখাপড়া শুধুই পরীক্ষার জন্য না করে যদি নতুন কিছু শেখার জন্য করা হয় তাহলেই উত্তেজনা প্রশমিত হয়।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা বই 'এক্সাম ওয়ারিয়র্স' এই ভাবনা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। বইটির নতুন সংস্করণ এসেছে, যা অ্যামাজনে 'নমো অ্যাপ'-এর মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্ডেল সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।
- এবারের বইটি ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মূল্যবান মতামতে সমৃদ্ধ। নতুন কিছু অধ্যায় যুক্ত হয়েছে যেগুলি সম্পর্কে বিশেষ করে বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা আগ্রহী হবেন। বইটিতে নতুন কিছু কৌশল এবং অনেক আকর্ষণীয় কর্মপদ্ধতি রয়েছে। এই বইটি পরীক্ষার আগে ছাত্রছাত্রীদের চাপ মুক্ত থাকার ওপর জোর দেয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক ট্যুইট বার্তায় বলেছেন :

" এক্সাম ওয়ারিয়র্স-এর এই সংস্করণটিতে অনেক নতুন কৌশল এবং আকর্ষণীয় কর্মপদ্ধতি রয়েছে। এই বইটি পরীক্ষার আগে চাপ মুক্ত থাকতে সাহায্য করে।"

"পরীক্ষাকে ভয় পাওয়ার মতো কোনও ব্যাপার হিসেবে না দেখে উদযাপন হিসেবে দেখা উচিৎ। আমাদের ব্যর্থতাকে সাফল্যের অভাব হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ নয়। সাময়িক ব্যর্থতার মানে এই নয় যে আমরা আর জীবনে সফল হতে পারব না। আসলে এটা হতে পারে যে আমাদের সেরাটা এখনও আসেনি। নিজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে, অন্যের সঙ্গে নয়। সমস্ত চ্যালেঞ্জ জয় করে নিজেকে আলোকিত করো, ভবিষ্যৎ তোমাদের অগ্রগতির সঙ্গী হবে। এসো, আমরা হাসি মুখে এবং উদ্বেগ মুক্ত হয়ে পরীক্ষা দিই।"

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

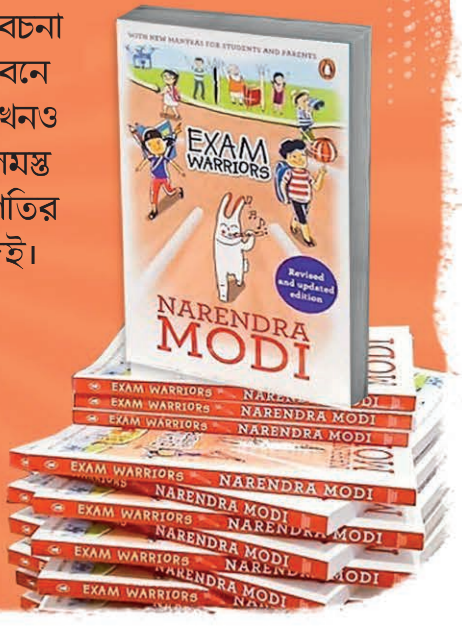

সূচিপত্র

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনাগর,
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা সম্পাদক
বিনোদ কুমার
সন্তোষ কুমার

প্রচ্ছদ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য-মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

পরিবেশক
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

RNI No. : DELBEN/2020/78825
response-nis@pib.gov.in

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

বর্ষ ১, সংখ্যা ২০ ১৬-৩০ এপ্রিল, ২০২১

»১	সম্পাদকীয়	» পৃষ্ঠা ০২
»২	ডাকবাক্স	» পৃষ্ঠা ০৩
»৩	সমাচার সংক্ষেপ	» পৃষ্ঠা ০৪-০৫
»৪	বিশেষ প্রতিবেদন : পঞ্চায়েতি রাজ	» পৃষ্ঠা ০৬-০৭
»৫	ইজ অফ লিভিং সূচক	» পৃষ্ঠা ০৮
»৬	ব্যক্তিত্ব	» পৃষ্ঠা ০৯
»৭	যানবাহন 'স্ক্র্যাপেজ' নীতি	» পৃষ্ঠা ১০-১২
»৮	বৃষ্টির জল সংরক্ষণ	» পৃষ্ঠা ১৩-১৫
»৯	স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব	» পৃষ্ঠা ১৬-১৭
»১০	প্রচ্ছদ কাহিনী	» পৃষ্ঠা ১৮-২৪
»১১	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত	» পৃষ্ঠা ২৫
»১২	করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ	» পৃষ্ঠা ২৬-২৭
»১৩	ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক	» পৃষ্ঠা ২৮-২৯
»১৪	পথের দু'ধারে সুযোগ-সুবিধা	» পৃষ্ঠা ৩০-৩১
»১৫	ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক	» পৃষ্ঠা ৩২-৩৫
»১৬	সিভিল সার্ভিসেস দিবস	» পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭
»১৭	ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি	» পৃষ্ঠা ৩৮
»১৮	জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার	» পৃষ্ঠা ৩৯
»১৯	মন কি বাত	» পৃষ্ঠা ৪০

সম্পাদকের কলমে

সাদর নমস্কার!

করোনার প্রভাব প্রায় এক বছর ধরে থাকার পরেও আমাদের দেশ নতুন সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং সাফল্যের আরও নতুন নতুন মাত্রা যোগ করছে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচারও বরাবরের মতোই সকলের ভালবাসা পাচ্ছে। এমনকি, এই প্রতিকূল সময়ে দেশের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়নি। প্রযুক্তি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পরীক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সরকার সাধারণতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন যুগোপযোগী সংস্কার আনে। ভারত সরকার, ২০১৭ সালে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় সংস্কার এনেছে। লর্ড ম্যাকলে ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তার মাধ্যমে ভারতীয়দের শুধু কেরানি করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরেও এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এহেন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৮ সালে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি নামক একটি জাতীয় সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সক্ষমতা নিরূপণে তিন বছরের উপযোগী একটি পরিকাঠামো তৈরি করেছে। করোনা মহামারির সময়ে এই ব্যবস্থাটির গুরুত্ব ভালভাবে উপলব্ধি করা গেছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষ বাঁচাতে অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির প্রয়োজন এবং সাফল্য গাথাই এবারের সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ। এই সংস্থাটি শুধু পরীক্ষানিরীক্ষা নয়, দেশে শিক্ষাগত অনুশীলনকে পরিবর্তনের একটি মাধ্যমও করে তুলছে যা নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির মূল কথা।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা দেশের বিস্মৃত নায়কদের কথা এই সংখ্যায় লেখা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ পারস্পরিক সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর, জনগণের ইজ অফ লিভিং-এর সূচক মধ্যবিত্ত জীবনের পরিবর্তনকে কিভাবে নির্দেশ করে, 'স্ক্র্যাপেজ' নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে যানবাহনের মালিকদের উপকার, ডাকঘরে পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করছে, মহাসড়কগুলির দু'পাশে জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকারের পরিকল্পনা এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রকে যিনি আন্তর্জাতিক পরিচয় দিয়েছিলেন সেই মহাপুরুষ সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লেখা একটি প্রতিবেদন এবারের সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বরাবরের মতোই পড়তে থাকুন আর নিজেদের পরামর্শ আমাদের লিখতে থাকুন।

ঠিকানা : ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

ই-মেল – response-nis@pib.gov.in

(জয়দীপ ভাটনাগর)

ডাকবাক্স

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের প্রতিটি সংখ্যা পড়ি এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারি। এটা ভেবে খুব আনন্দ হয় যে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং সাহস এই সরকারের আছে। আমি এখন পর্যন্ত সরকারের সমস্ত পদক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার টিমকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ তাঁরা যথাসময়ে সরকারের এই পদক্ষেপগুলি নিয়ে সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এই ভালো কাজ চালিয়ে যান।

কুমার লোকেশ
mlokesh8@gmail.com

ডিজিটাল ক্যালেন্ডার

ভারত সরকারের ডিজিটাল ক্যালেন্ডার এবং ডায়েরিতে সরকারি ছুটির দিন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনের তালিকা সহ বিভিন্ন প্রকল্প, অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনার বিবরণ রয়েছে

এটি গুগল প্লে স্টোর এবং আইওএস-এ ডাউনলোড করা যাবে

Google Play Store link
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

iOS link
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে নতুন ভারত গড়ার সমস্ত উদ্যোগের আয়না হয়ে উঠেছে এই নিউ ইন্ডিয়া সমাচার। এর মাধ্যমে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। সেজন্য আমি আপনাদেরকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করছি।

চৌধরি শক্তি সিংহ অ্যাডভোকেট
shaktisinghadv@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের এবারের সংখ্যাটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। এই সংখ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প যেভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং কার্যকরীভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাকে প্রশংসা করতেই হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর সংক্ষেপ পড়ার অভিজ্ঞতাও অতুলনীয়। আমি এই পত্রিকার জন্য লিখতে চাই।

মাধবী কুলকার্নি
kulmadhavi@gmail.com

এই সরকার অনেক কাজ করেছে, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিছুদিন আগে মনে হচ্ছিল ভারতীয় পুতুলগুলি বুঝি বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু সরকার বিভিন্ন চেষ্টার মাধ্যমে ভারতীয় পুতুলে আবার জনগণের কল্পনা ও অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। আশা করি একদিন ভারতীয় পুতুলগুলি আবার আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠবে।

শশী সিংহ
shashi1gs@gmail.com

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্যের পরিবর্তে কোনও একটি পত্রিকা দেশবাসীর সামনে ভারত সরকারের কাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। এ কাজ চালিয়ে যান এবং নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশন করে যান। জনগণ প্রকৃত খবরের অপেক্ষায় থাকে।

মিত্র পাঞ্চাল
mitrapanchal@gmail.com

সমাচার সংক্ষেপ

পুরনো নিষ্প্রভ বাল্বের বদলে ১০ টাকা দিয়ে একটি নতুন এলইডি বাল্ব

সুলভ মূল্যের এলইডি বাল্ব দিয়ে দেশের প্রতিটি পরিবারকে আলোকিত করতে সরকার 'গ্রাম উজালা' নামে একটি নতুন কর্মসূচি নিয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে পুরনো নিষ্প্রভ বাল্বের বদলে ১০ টাকা দিয়ে নতুন এলইডি বাল্ব সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে প্রত্যেক বাড়িতে ৭-১২ ওয়াটের এরকম ৫টি এলইডি বাল্ব পালটানো যাবে। কেন্দ্রীয় শক্তি দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী আর কে সিং বিহারের আরো জেলা থেকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। প্রথম পর্যায়ে বিহারের আরা, উত্তরপ্রদেশের বারাণসী, অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া, মহারাষ্ট্রের নাগপুর এবং পশ্চিম গুজরাটের গ্রামগুলিতে ১.৫ কোটি এলইডি বাল্ব এভাবে সরবরাহ করা হবে। কার্বন ক্রেডিটের মাধ্যমে এই কর্মসূচির ব্যয় বহন করা হবে আর এটি ভারতে এ ধরনের প্রথম কর্মসূচি। এই 'গ্রাম উজালা' কর্মসূচি ভারতের আবহাওয়া পরিবর্তন নীতির বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। ইতিমধ্যেই ভারতে পুরনো বাল্বের বদলে ৩০ কোটি এলইডি বাল্ব লাগানোর ফলে বছরে ৪০,৭৪৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি সাশ্রয় হচ্ছে আর বছরে ৩৭ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমেছে।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে ১ কোটিরও বেশি কৃষক উপকৃত

সরকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের প্রকৃত মূল্য প্রদানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখতে চায় না। সাম্প্রতিক ধান ক্রয়ের তথ্য অনুযায়ী, খরিফ ফসলের ক্ষেত্রে ২০২০-২১ সালে ২১টি রাজ্যে ১০০.৯২ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে ৬৮৫.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি ধান কেনা হয়েছে। এটি গত বছরের একই সময়ের ৬০৩.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ১৩.৫১% বেশি কেনা হয়েছে। শুধু পাঞ্জাব থেকেই ২০২.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে যা মোট ক্রয়ের ২৯.৫৯%। কৃষকদের ইতিমধ্যেই ১,২৯,৪০২.৬০ কোটি টাকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ খরিফ শস্য ক্রয় মরশুমে এবং ২০২১ রবি শস্য ক্রয় মরশুমে সরকার ৩,৬০,২৩৮.৭৩ মেট্রিক টন মুগ ডাল, বিউলির ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা, বাদাম এবং সোয়াবিন কিনেছে। একইভাবে, ২৬,৭১৯.৫১ কোটি টাকা মূল্যের ৯১,৮৬,৮০৩ গাঁট বস্তা তুলো ১৮,৯৭,০০৫ জন কৃষকের কাছ থেকে কেনা হয়েছে।

রেশন কার্ড এবং রেশনের দোকানগুলির তথ্য প্রদানের জন্য 'মেরা রেশন অ্যাপ' চালু

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রক 'মেরা রেশন মোবাইল অ্যাপ' চালু করেছে। এই অ্যাপটি সেই রেশন কার্ডধারীদের সবচাইতে বেশি কাজে লাগবে যাঁরা জীবিকার সন্ধানে নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এটি পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন সহজ করবে। হিন্দি ও ইংরেজিতে আধার ভেরিফিকেশনের পর এই অ্যাপের সাহায্যে যে কেউ দেশের যে কোনও জায়গা থেকে রেশন তুলতে পারবেন। অতি সত্ত্বর এই পরিষেবা আরও ১৪টি ভারতীয় ভাষায় চালু করা হবে। এই অ্যাপের সাহায্যে যে কেউ নিকটবর্তী রেশন দোকান সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন। এই অ্যাপটি সরকারের 'এক জাতি এক রেশন কার্ড' ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের একটি অঙ্গ। দেশের চারটি রাজ্যে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে দেশের ৩২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। ৬৯ কোটিরও বেশি মানুষ এই রেশন কার্ডের পোর্টেবিলিটির ফলে উপকৃত হয়েছেন। প্রতি মাসে দেশের ১.৫ কোটিরও বেশি মানুষ এই অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস

অটল টিঙ্কারিং ল্যাব-এর

ছাত্রছাত্রীদের ক্লাউড কম্পিউটিং শেখাবে

অনেক সময়েই শিশু ও নবীন প্রজন্মের মানুষেরা তাদের কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন গ্যাজেট বা পদ্ধতি আবিষ্কার করে। অটল ইনোভেশন মিশন শিশু ও নবীনদের মধ্যে এই ধরনের সৃষ্টিশীল মেধা লালন-পালনের জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস এই প্রকল্পের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব-এর সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্লাউড কম্পিউটিং শেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অ্যামাজন সম্প্রতি নীতি আয়োগের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টিশীল দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করতে ডিজিটাল এবং ওয়েব-ভিত্তিক প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই মিশনের নির্দেশক আর রামানন্দের মতে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল এবং ওয়েব-ভিত্তিক প্রযুক্তি সহায়তা জোগাবে, যাতে তারা নিজেদের সৃষ্টিশীলতা এবং উদ্ভাবন দক্ষতাকে প্রস্ফুটিত করতে পারে।

বছরে ৬৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ অটল পেনশন যোজনায় যোগ দিয়েছেন

দেশের অনেক মানুষের মনেই বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। এই দুশ্চিন্তা দূর করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ১ জুন তারিখে যে অটল পেনশন যোজনা (এপিওয়াই) চালু করেছিলেন, সেটি এখন সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ২.৭২ কোটি মানুষ তাঁদের এপিওয়াই অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এই পরিসংখ্যান ছিল ২.০৭ কোটি। তার মানে গত এক বছরে ৩১.৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ৬০ বছর বয়স হওয়ার পর ১,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা মাসিক পেনশন পাবেন। তাঁরা এই প্রকল্পে যেভাবে অংশগ্রহণ করছেন সেই অনুপাতে এই পেনশনের হিসাব হবে। মাসে সামান্য পরিমাণ টাকা জমা করলেই যে কোনও নাগরিক এই অটল পেনশন যোজনার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। এমনকি তাঁর অকাল প্রয়াণে তাঁর পরিবারও এই পেনশনের অধিকারী হবে।

বেঙ্গালুরুতে এখন দেশের প্রথম সেন্ট্রালাইজড এসি রেলওয়ে টার্মিনাল চালু হয়েছে

বেঙ্গালুরু এখন দেশের প্রথম শহর যেখানে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক রেল টার্মিনাল চালু হল। এই টার্মিনালটি তৈরি করতে ৩১৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দেশের প্রখ্যাত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এম বিশ্বেশ্বরইয়ার নামে এই টার্মিনালটির নামকরণ করা হয়েছে। ৪২,০০০ স্কোয়ার মিটার বিস্তৃত এই টার্মিনালটি ৫০,০০০ যাত্রীকে অত্যাধুনিক পরিষেবা প্রদানে সক্ষম। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই টার্মিনালটির উদ্বোধনের কথা ছিল কিন্তু ১ মাস দেরিতে এটি সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে। এটি প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে রেল যাত্রীদের শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উদ্যোগ। ■

"এক শক্তিশালী ও স্বচ্ছ পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা আমাদের আত্মনির্ভর ভারতের পথে নিয়ে যাবে"

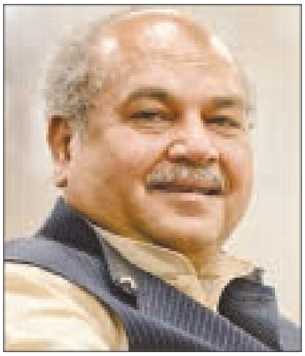

নরেন্দ্র সিং তোমর, ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন, কৃষি ও কৃষককল্যাণ এবং পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

> **একটি শক্তিশালী, সম্পদশালী এবং স্বচ্ছ পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাই আত্মনির্ভর ভারতের সঙ্কল্প বাস্তবায়নের পথ**

ভারতে আরেকবার রামরাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী দেখেছিলেন, তার ভিত্তি হিসেবে তাঁর মনে দেশের ৬ লক্ষ ২৫ হাজারেরও বেশি গ্রামে শক্তিশালী পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের একটি সুপরিকল্পিত মডেলও ছিল। গান্ধীজি সর্বদাই বলতেন, প্রকৃত গণতন্ত্র রাজধানীতে বসে দেশ পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। প্রতিটি গ্রামের প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতায় গণতন্ত্র এগিয়ে চলে।

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে গ্রামীণ বিকাশ এবং তখনকার সামাজিক গঠন বহাল রাখার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই পঞ্চায়েতগুলির কোনও সাংবিধানিক কাঠামো না থাকলেও প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত যুগ যুগ ধরে গ্রামের উন্নয়নের পাশাপাশি, পারস্পরিক বিবাদ নিরসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে গেছে। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে বিদেশি আক্রমণ হয়েছে কিন্তু সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আক্রমণকারীরা আমাদের মজবুত গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা, গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে সামাজিক পরিকাঠামো গভীরভাবে প্রোথিত ছিল, যে ঐক্য ও সংহতি ছিল, তাকে নষ্ট করতে পারেনি। এমনকি ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড রিপনও প্রাচীন ভারতীয় পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার প্রশংসক ছিলেন। তিনি ১৮৮২ সালে ভারতে গ্রামীণ স্তরে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত করেছিলেন, সেটি ব্রিটিশরা আমাদের দেশে আসার আগে যে পুরনো পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা ছিল তার ভিত্তিতেই করেছিলেন।

সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের মাধ্যমে দেশে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক এবং অধিকারসম্পন্ন পরিকাঠামো প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল এই আইন দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। সেজন্য আমরা এই দিনটিকে পঞ্চায়েতি রাজ দিবস হিসেবে পালন করি। দেশের ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রায় ৭,৫০০ মধ্যবর্তী এবং জেলা পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রাপ্তি বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক পাঁচ বছরে গ্রামবাসীরা ভোটদানের মাধ্যমে নিজেদের গ্রামের সরকার নির্বাচন করেন, আর নারী ক্ষমতায়নের এর থেকে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে যে দেশের ৩১.৬৫ লক্ষ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে প্রায় ৪৬% অর্থাৎ, ১৪.৫৩ লক্ষ জনপ্রতিনিধি হলেন আমাদের মা-বোনেরা; যাঁরা সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং দক্ষতার সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সঞ্চালনা করেন। ২০২০ সালের ২৪ এপ্রিল কোভিড-১৯-এর প্রতিকূলতার ফলে লকডাউনের মধ্যেই পঞ্চায়েতি রাজ দিবস পালন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বার্তালাপ করে দেশের গ্রামগুলিকে দুটি বড় উপহার দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীজি সেদিন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প 'স্বামীত্ব'-এর শুভ সূচনা করেছিলেন তা স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের গ্রামগুলির মৌলিক পরিকাঠামোকে মজবুত করার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় পদক্ষেপ।

রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীর জন্ম জয়ন্তীর ১৫১তম বর্ষে দেশের গ্রামগুলিতে ৮৩ কোটিরও বেশি গ্রামবাসীকে সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা 'বাপুজি'র প্রতি সরকারের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই গ্রামবাসীদের কাছে তাঁদের বাড়ির এমন কোনও দলিল ছিল না যা দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন যে সেই জমির তাঁরা মালিক। 'স্বামীত্ব' যোজনার মাধ্যমে ড্রোন প্রযুক্তি দিয়ে গ্রামগুলির ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করে গ্রামবাসীদের শুধুমাত্র তাঁদের সম্পত্তির অধিকারই প্রদান করা হচ্ছে না, দেশের প্রত্যেক গ্রামে সুনিয়োজিত উন্নয়নেরও ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। ২০২১-এর বাজেটে 'স্বামীত্ব'

প্রকল্পকে সারা দেশে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর শুধু ছয়টি রাজ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে এটি চালু করা হয়েছিল। বিগত পঞ্চায়েতি রাজ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'ইউনিফায়েড ই-গ্রাম স্বরাজ পোর্টাল' এবং তার মোবাইল অ্যাপেরও শুভ সূচনা করে পঞ্চায়েতগুলিতে একটি স্বচ্ছ এবং দ্রুত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছিলেন।

গত পঞ্চায়েতি রাজ দিবসে প্রধানমন্ত্রী করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যেসব উপায় পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বার্তালাপের সময় বলেছিলেন, তার ভিত্তিতেই পঞ্চায়েতগুলি কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিহত করা এবং বিপর্যয়ের ফলে কর্মহীন হয়ে গ্রামে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিক ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের যে সহযোগিতা প্রদান করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

এই সঙ্কটকালে এমজিএনআরইজিএ এবং 'গরীব কল্যাণ রোজগার যোজনা' আমাদের দেশের গ্রামগুলির প্রত্যেক গরীব এবং অসহায় মানুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একটি নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। বিগত অর্থবর্ষে এমজিএনআরইজিএ-এর মাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ ৩৮৭.৬৬ কোটি মানব দিবস সৃষ্টি হয়েছে আর ১১.২৫ কোটিরও বেশি গ্রামবাসীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এভাবে গরীব কল্যাণ রোজগার যোজনার মাধ্যমে ৫০.৭৮ কোটি মানবদিবস সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

এটা প্রমাণ করে যে আজকের গ্রামগুলিও শহরগুলির মতোই সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আমরা নিয়মিত শক্তিশালী, স্বচ্ছ, কার্যকরী এবং জনকল্যাণে সমর্পিত পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছি। পঞ্চায়েতগুলিকে আর্থিক রূপে শক্তিশালী করে গ্রামোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের (২০১৫-২০২০) মাধ্যমে ২ লক্ষ ২৯২ কোটি টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করার সুপারিশ করা হয়েছে যা ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন থেকে তিনগুণ বেশি।

গত বছর ২০২০-২১-এ পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ৬০,৭৫০ কোটি টাকার অন্তর্বর্তী সুপারিশ করেছে যা এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ বার্ষিক বরাদ্দ আর সরকার এই সুপারিশ পূর্ণরূপে মঞ্জুর করেছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন (২০২১-২০২৬) স্থানীয় গ্রামীণ স্বশাসিত সংস্থাগুলির জন্য ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। এর পাশাপাশি, অর্থ কমিশন গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিষেবার উন্নতিসাধনে ৪৩,৯২৮ কোটি টাকা আলাদা করে বরাদ্দের সুপারিশও করেছে। ভারত সরকার এই সুপারিশগুলিকে পূর্ণরূপে মঞ্জুর করেছে।

গ্রামগুলির সুনিয়োজিত বিকাশ এবং অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থের স্বচ্ছ এবং কার্যকরী ব্যবহারের জন্য দেশের ৯৬% গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা 'গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশ যোজনা' (জিপিডিপি) গঠন করে এটি বাস্তবায়িত করা আর এ বছর থেকে জেলা পঞ্চায়েত এবং মধ্যবর্তী পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমেও উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রচনার কাজ বাস্তবায়িত করা হবে যাতে গ্রামগুলিও এখন শহরগুলির মতোই একটি সুনিয়োজিত উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে, যেখানে বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তাগুলিও মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশ যোজনাগুলি আর রাজধানীতে বসে রচনা করা হচ্ছে না। 'জন-যোজনা অভিযান'-এর মাধ্যমে গ্রামগুলিতে বস গ্রামের মানুষই সেই প্রকল্পগুলি রচনা করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালে পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান-এর শুভ সূচনা করেছিলেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং পঞ্চায়েতগুলির অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের এই পদক্ষেপ একটি মাইলফলকে পরিণত হয়েছে।

২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বরাদ্দ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য 'প্রিয়াসফট' (পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনস অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার), জিও-ট্যাগিং এবং ফটো আপলোডিং-এর মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তুলেছে। 'ই-গ্রাম স্বরাজ অ্যাপ্লিকেশন'-এর মাধ্যমে যেখানে পঞ্চায়েতের কাজকর্মে গতি এসেছে, সেখানে প্রত্যেক কাজের রিপোর্টিং, ট্র্যাকিং ও মনিটরিংও সরল হয়েছে। ২৩টি রাজ্যে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অ্যাকাউন্টের অনলাইন অডিটের কাজ শুরু হয়েছে।

দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে শুরু করে সুদূর গ্রামগুলির পঞ্চায়েতের মধ্যে দূরত্ব তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে শুধু কমেইনি, প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। দিল্লি থেকে এখন ১০০ টাকা বরাদ্দ হলে তার প্রতিটি পয়সা উদ্দিষ্ট গ্রামের উন্নয়ন এবং গ্রামবাসীর কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়।

বিগত সাত বছরে সরকার যে কার্যকর সংস্কারগুলি করেছে সেগুলি তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেছে। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, আত্মনির্ভর গ্রামই আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে পারে।

একটি শক্তিশালী, সম্পদশালী এবং স্বচ্ছ পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাই আত্মনির্ভর ভারতের সঙ্কল্পকে বাস্তবায়নের পথ দেখায়। ■

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জীবন সহজ করা

> *মধ্যবিত্তরা চমৎকার কাজ করার ক্ষমতা রাখেন। ইজ অফ লিভিং-এর সব থেকে বড় লাভ যদি কারোর হয় তা আমার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির হবে। সস্তা ইন্টারনেট থেকে শুরু করে সস্তা স্মার্ট ফোন কিংবা সুলভে বিমানযাত্রা আর আমাদের হাইওয়ে থেকে শুরু করে ইনফরমেশনওয়ে – এই সমস্ত কিছু মধ্যবিত্তদের শক্তি বাড়াবে।*
>
> -প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ইজ অফ লিভিং সূচক – ২০২০ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে সহজ জীবনযাত্রার দিকে থেকে কোন শহর সবার আগে এবং কোথায় সরকারের উদ্যোগে পৌরসভা-পৌর সংস্থাগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে কোনো শহরকে স্মার্ট সিটিতে পরিণত করা হয়েছে, যা মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রার মানে আমূল পরিবর্তন এনেছে। স্মার্ট সিটির অর্থ হল – শহরগুলির পুনর্নির্মাণ, সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং সহজ জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবেশ।

জনগণের ইজ অফ লিভিং অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান কিভাবে সহজ হবে তা সুনিশ্চিত করতে শুধু প্রকল্প রচনা করলেই হবে না, সেগুলিকে সাধারণ মানুষ কিভাবে গ্রহণ করেন তা পরীক্ষা করার পদ্ধতি হল ইজ অফ লিভিং সূচক। এর মাধ্যমে জীবনের এবং শহরের উন্নয়নের আসল চিত্র দেখা যায়, তেমনই সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত পরিষেবা সম্পর্কে জনগণের মতামতও জানা যায়। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী মার্চ মাসের অনলাইন আয়োজনে ২০২০-র জন্য ইজ অফ লিভিং সূচকের পাশাপাশি পুরসভার কর্মসম্পাদন সূচকের অন্তিম র‍্যাঙ্কিং জারি করেছেন। ২০২০-র সূচকে সেই শহরগুলির নাম ঘোষণা করা হয়েছে, যেগুলির জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি ও ১০ লক্ষের কম। ২০২০-তে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১১১টি শহরের ৩২ লক্ষেরও বেশি জনগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইজ অফ ডুয়িং-এর পাশাপাশি ইজ অফ লিভিং-এর ওপরেও প্রধানমন্ত্রী নিয়মিত জোর দিয়ে এসেছেন। এই সূচকের উদ্দেশ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, মনোরঞ্জন, নিরাপত্তা, আর্থিক উন্নয়ন, পরিবেশ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের উৎকর্ষসাধন। ■

সর্বোচ্চ ১০টি শহর

(১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট)

- ০১ বেঙ্গালুরু
- ০২ পুণে
- ০৩ আমেদাবাদ
- ০৪ চেন্নাই
- ০৫ সুরাট
- ০৬ নভি মুম্বাই
- ০৭ কোয়েম্বাটোর
- ০৮ ভদোদরা
- ০৯ ইন্দোর
- ১০ গ্রেটার মুম্বাই

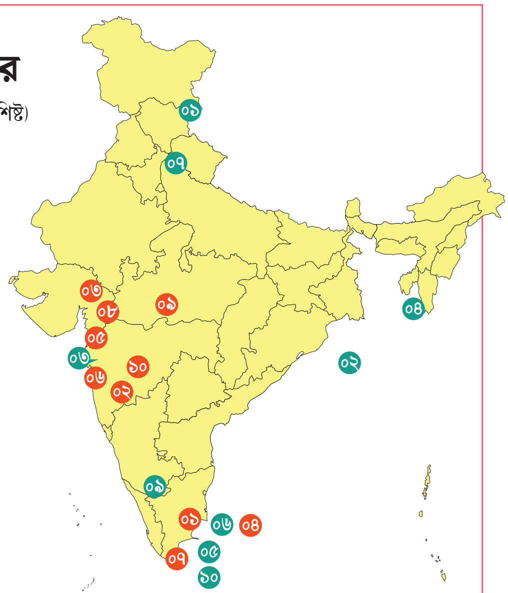

সর্বোচ্চ ১০টি শহর

(১০ লক্ষের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট)

- ০১ শিমলা
- ০২ ভুবনেশ্বর
- ০৩ সিলভাসা
- ০৪ কাকিনাড়া
- ০৫ সালেম
- ০৬ ভেলোর
- ০৭ গান্ধীনগর
- ০৮ গুরুগ্রাম
- ০৯ দাভাঙ্গেরে
- ১০ তিরুচিরাপল্লি

সর্বোচ্চ পুরসভা

১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট পুরসভাগুলির মধ্যে ইন্দোর ১ নম্বরে। তারপর সুরাট এবং ভোপাল নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। আবার ১০ লক্ষের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের মধ্যে নতুন দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারপর রয়েছে তিরুপতি ও গান্ধীনগর।

অমর চলচ্চিত্র মেধা

বিশ্বের মহানতম চিত্র নির্মাতাদের অন্যতম আকিরা কুরুসোভা বলেছেন, "সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাগুলি সম্পর্কে না জানা আর সূর্য এবং চাঁদ ছাড়া পৃথিবীতে থাকা সমতুল..." মহান চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের মহাপ্রয়াণ হয়েছিল ২৩ এপ্রিল তারিখে। তাঁর পেছনে পড়ে রয়েছে 'পথের পাঁচালি'র মতো সিনেমাগুলি; যেগুলির মাধ্যমে বিশ্ব প্রথমবার ভারতীয় সিনেমার দিকে উৎসাহ ভরে তাকিয়েছে।

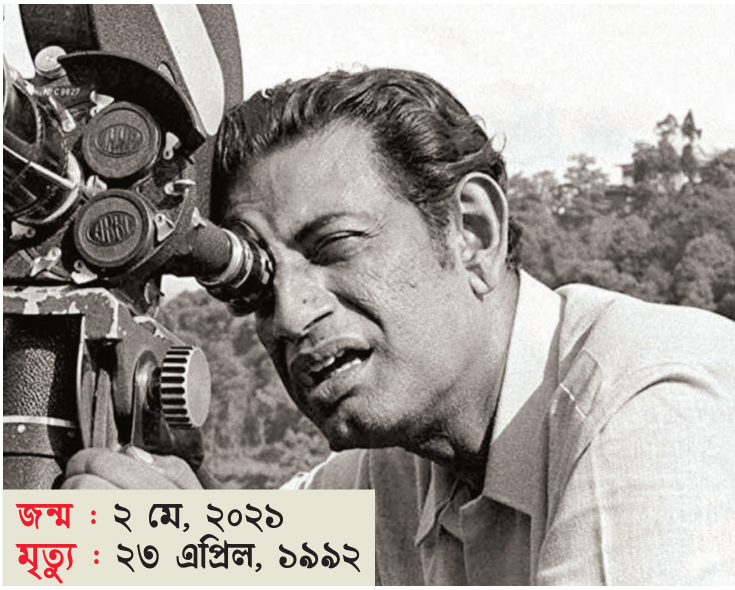

জন্ম : ২ মে, ১৯২১
মৃত্যু : ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিসের ওপারে
একটি শিশির বিন্দু

বাংলায় লেখা এই কবিতাটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বালকের নোটবুকে লিখেছিলেন, যে শান্তিনিকেতনে নিজের মায়ের হাত ধরে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। মা এই কথাগুলির মানে বুঝিয়ে দিতে বললে গুরুদেব বলেছিলেন, "আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, সেগুলিকে আমরা ততটা গুরুত্ব দিই না যতটা দূরের জিনিসগুলিকে দিই। ছেলে যখন বড় হবে ও নিজেই এই কথাগুলির মানে বুঝবে।" এই শিশুটিকে এখন সারা পৃথিবী সত্যজিৎ রায় নামে চেনে; যিনি কখনও নিজের সিনেমা অস্কার পুরস্কারের জন্য পাঠাননি। ১৯২১ সালের ২ মে কলকাতায় জন্মে সত্যজিৎ রায় মাত্র তিন বছর বয়সেই পিতাকে হারান। তাঁর মা তাঁকে অনেক কষ্টে বড় করে তোলেন। তিনি আগে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং তারপর শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি চাকরি পেয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনার রূপে কাজ করতে থাকেন। জিম কর্বেটের 'ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন' এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' বই দুটির প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ই ডিজাইন করেছিলেন। ১৯৫০ সালে কোম্পানি তাঁকে লন্ডনে পাঠায়। লন্ডনের দিনগুলি তাঁর জীবনটাকে বদলে দেয়। সেখানে তিনি ছয় মাসে ১০০টিরও বেশি সিনেমা দেখেন। কলকাতা ফিরে তিনি অতিরঞ্জন বর্জিত অর্থব্যঞ্জক সিনেমা তৈরি করেন, এবং নাটকীয়তা বর্জিত সার্থক সিনেমার মাধ্যমে ভারতের গ্রামের একটি পরিবারের সংঘর্ষের কাহিনী 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রায়নের সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে, ১৯২৮-এ ছাপা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিখ্যাত উপন্যাসটির শিশু সংস্করণের প্রচ্ছদও সত্যজিৎ রায়ই এঁকেছিলেন। এই ধরনের সৌখিন সিনেমা তৈরি এবং নতুন নির্দেশকের পেছনে টাকা খরচ করার মতো প্রযোজক পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে ১৯৫৫ সালে এটি প্রদর্শিত হলে বিশ্ব সিনেমার মঞ্চে সবচাইতে বেশি প্রশংসিত ১১টিরও বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান। এটা দিয়ে শুরু করে পরবর্তী তিন দশকেরও দীর্ঘ সময় ধরে সত্যজিৎ রায় প্রায় তিন ডজনেরও বেশি চিত্র পরিচালনা করেন। তাঁর চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে 'পরশ পাথর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'মহাপুরুষ', 'অপুর সংসার', 'মহানগর', 'চারুলতা', 'অপরাজিত', 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর মতো সিনেমাগুলি ছিল। হিন্দিতে তিনি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'-র নির্দেশনাও করেছেন।

১৯৭৮-এ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক সমিতি তাঁকে বিশ্বের তিনজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নির্দেশকের অন্যতম রূপে সম্মানিত করে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ৩২টি জাতীয় পুরস্কার পান। ১৯৮৫ সালে তাঁকে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। ১৯৯২ সালে তিনি 'ভারতরত্ন' এবং 'অস্কার' (অনারারি অ্যাওয়ার্ড ফর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) পান। কিন্তু অসুস্থ থাকায় তিনি অস্কার পুরস্কার নিতে যেতে পারেননি। তখন অস্কার কর্তৃপক্ষ তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে সম্মানিত করে। আর এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের চলচ্চিত্রায়ন করা হয়। সেই চলচ্চিত্র অস্কার উৎসবে প্রদর্শনের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে দেখানো হয়। এই ঘটনার এক মাসের মধ্যেই ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোকগত হন। ■

বাতিল গাড়ি থেকে ভাগ্য নির্মাণ

আগে যানবাহন স্ক্র্যাপেজ নীতির অভাবে ২০ বছরের বেশি পুরনো ব্যক্তিগত যানবাহন এবং ১৫ বছর থেকেও পুরনো বাণিজ্যিক যানবাহন সামান্য দামে বিক্রি করে দেওয়া হত। আমরা সবাই নিজেদের চারপাশের এলাকায় এরকম অনেক পরিত্যক্ত গাড়ি দেখেছি। কিন্তু এখন এই পুরনো গাড়িগুলি তাদের মালিকের পাশাপাশি সরকার এবং পরিবেশ উভয়ের জন্য যেমন লাভের উৎস হয়ে উঠবে, তেমনই যথাযথ স্ক্র্যাপেজ নীতির ফলে দেশের পরিবহণ শিল্পেও গতি সঞ্চার হবে।

ভারতে ২০ বছরের বেশি পুরনো ৫১ লক্ষ এবং ১৫ বছরের বেশি পুরনো ৩৪ লক্ষ হালকা মোটর গাড়ি রয়েছে। প্রায় ১৭ লক্ষ মাঝারি এবং ভারী বাণিজ্যিক বাহন রয়েছে যা ১৫ বছরের বেশি পুরনো এবং যেগুলির কাছে বৈধ ফিটনেস প্রমাণপত্র নেই। পুরনো বাহন 'ফিট' যানবাহনগুলির তুলনায় পরিবেশকে ১০-১২ গুণ বেশি প্রদূষিত করে, আর সড়ক নিরাপত্তার জন্য বিপদও তৈরি করে। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান অনুসারে স্ক্র্যাপিং নীতি নিয়ে এসেছে। এই মাপকাঠি জার্মানি, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং জাপানের মতো বিভিন্ন দেশের মাণকের সঙ্গে তুলনামূলক গবেষণার পরই তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্র সুরক্ষিত

নতুন নিয়মের সময়সীমা নিম্নরূপ :

- **১ অক্টোবর, ২০২১** — ফিটনেস পরীক্ষা এবং স্ক্র্যাপিং সেন্টারগুলির জন্য নিয়মাবলী
- **১ এপ্রিল, ২০২২** — সরকার ও সরকারি অধিকৃত সংস্থাগুলির ১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়িগুলির স্ক্র্যাপিং
- **১ এপ্রিল, ২০২৩** — ভারী বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষা
- **১ জুন, ২০২৪** — ভারী বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষা

লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ

যানবাহনের স্ক্র্যাপেজ নীতি সম্পর্কে আপনাকে যা জানতে হবে

স্ক্র্যাপেজ নীতি কী?

- বাণিজ্যিক যানবাহন ১৫ বছরের বেশি পুরনো আর যে ব্যক্তিগত যানবাহন ২০ বছরের বেশি পুরনো তাদের ক্ষেত্রে নতুন যানবাহন স্ক্র্যাপেজ নীতি প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত যানবাহনগুলিকে প্রতি বছরই ফিটনেস টেস্ট করাতে হবে। পাশাপাশি, পুরনো যানবাহনের নতুন নথিভুক্তিকরণের ফি যানবাহন অনুসারে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে

- যদি কোনও গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেশন করানো হয় কিংবা গাড়িগুলিকে আনফিট অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে বাণিজ্যিক গাড়িগুলির রেজিস্ট্রেশন ১৫ বছর পেরোলেই বাতিল করা হবে

- বেসরকারি যানবাহনের ক্ষেত্রে ২০ বছর হলেই ফিটনেস সার্টিফিকেশন না হলে বা গাড়িগুলিকে আনফিট পেলে তার নথিভুক্তিকরণ বাতিল করা হবে আর ১৫ বছর পেরনোর পরই পুনর্নথিভুক্তিকরণের মাধ্যমে গাড়িগুলির জন্য অতিরিক্ত ফি দিতে হবে

- কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, রাজ্য সরকার অধিকৃত পরিবহণ সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি স্বায়ত্তশাসনাধীন সংস্থাগুলির মালিকানাধীন গাড়িগুলি নথিভুক্তিকরণের ১৫ বছর পর পুনর্নথিভুক্তি এবং স্ক্র্যাপ করা হবে

যানবাহনের স্ক্র্যাপেজ নীতিতে সুবিধা

(ক) পুরনো গাড়িগুলির জন্য স্ক্র্যাপিং সেন্টারের স্ক্র্যাপ মূল্য গাড়িগুলি শোরুম থেকে কেনার সময় যে দাম দিয়ে কেনা হয়েছিল তার ৪-৬% হারে নির্ধারিত হবে

(খ) গাড়ি নির্মাতারা স্ক্র্যাপিং সার্টিফিকেট দেখালে নতুন গাড়ি কেনার সময় ৫% ছাড় দেবে অর্থাৎ কেউ যদি ১০ লক্ষ টাকা শোরুম নির্ধারিত দামে একটি গাড়ি কেনে তাহলে সে ৫০ হাজার টাকা ছাড় পাবে। এই ছাড় গাড়ি নির্মাতাদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করা ছাড়ের অতিরিক্ত হবে

(গ) স্ক্র্যাপিং সার্টিফিকেট দেখালে নতুন যানবাহন কেনার সময় নথিভুক্তিকরণ ফি মকুব করা হতে পারে

(ঘ) রাজ্য সরকারগুলিকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে ব্যক্তিগত যানবাহনের ক্ষেত্রে ২৫% এবং বাণিজ্যিক যানবাহনের ক্ষেত্রে ১৫% রোড ট্যাক্সে ছাড় দেওয়ার জন্য

উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করতে পুনর্ব্যবহার

দেশের মধ্যে স্ক্র্যাপিং সেন্টারগুলি গড়ে তোলা হবে। পুরনো গাড়িগুলিকে স্ক্র্যাপিং সেন্টারে রিসাইকেল করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করির মতে যে দেশগুলিতে স্ক্র্যাপিং সেন্টার নেই সেসব দেশের গাড়িও আমাদের দেশের স্ক্র্যাপিং সেন্টারগুলিতে স্ক্র্যাপ করা যাবে। এর ফলে অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং রবারের রিসাইক্লিং উন্নত হবে। গাড়ি নির্মাণ কারখানাগুলি এই রিসাইক্লিং থেকে কাঁচা মাল পেতে পারবে। এর ফলে একটি অনুমান অনুসারে গাড়ির দাম ৪০% হ্রাস পেতে পারে।

থাকে। এই লক্ষ্যে পুরনো এবং আনফিট যানবাহনের জন্য নতুন যানবাহন স্ক্র্যাপেজ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এই নীতি ঘোষণা করেন। এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের কাজ করার দায়বদ্ধতাও প্রতিফলিত হয়। নতুন যানবাহন স্ক্র্যাপেজ নীতির খসড়া কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার ৪৬ দিনের মধ্যেই ১৮ই মার্চ তারিখে পেশ করেন। এই নীতি এই খসড়ার ওপর সমস্ত উপদেশ বিবেচনা করে আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে বাস্তবায়িত করা হবে। এখন শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, রাশিয়া,

আপনি এইভাবে সুবিধাগুলি বুঝতে পারবেন ...

মনে করুন আপনি একটি গাড়ি স্ক্র্যাপিং-এর জন্য দিলেন। বাজারে এই গাড়িটির মূল্য ১০,০০,০০০ টাকা। সুতরাং আপনি এই পুরনো গাড়ির জন্য স্ক্র্যাপিং সেন্টার থেকে ৬০,০০০ টাকা পাবেন। এখন আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য শোরুম থেকে একটি নতুন পেট্রোল গাড়ি কিনবেন। তখন নতুন স্ক্র্যাপেজ নীতি অনুসারে আপনার লাভের পরিমাণ হবে :

এক্স-শোরুম দাম
১০,০০,০০০ টাকা

স্ক্র্যাপিং সার্টিফিকেট পেশ করলে
৫০,০০০ টাকা

রেজিস্ট্রেশনের সময় **৬০০ টাকা ছাড়**

দিল্লিতে **৭%** রোড ট্যাক্স
তার মানে **৭০,০০০ টাকা**

এর ওপর ২৫% ছাড় :
১৭,৫০০ টাকা

আপনার মোট লাভ :
৬০,০০০+৫০,০০০+৬০০+১৭,৫০০ **=১,২৮,১০০**

(মূল্য রাশি আনুমানিক। এই নীতির চূড়ান্ত খসড়া যখন তৈরি হবে তখন কিছু পরিবর্তন হতে পারে)

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অটোমোবাইল হাবে পরিণত হতে চলেছে

ভারতীয় গাড়ি উৎপাদক সংস্থাগুলি
৫০% যানবাহন অন্য দেশে রপ্তানি করে

স্ক্র্যাপেজ নীতিতে যানবাহনের দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে

এই স্ক্র্যাপেজ নীতি ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম অটোমোবাইল হাব-এ পরিণত করবে। গাড়ির ফিটনেস এবং দূষণের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য দেশের প্রত্যেক জেলায় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে

এই পরিস্থিতি
১০,০০০ কোটি
টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে

পাশাপাশি,
৩৫,০০০
প্রত্যক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হবে। অপ্রত্যক্ষভাবে কয়েক লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হবে

ই-যানবাহনের প্রসার

নতুন স্ক্র্যাপেজ নীতি অনুসারে সরকারও বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়াবে। এই গাড়িগুলিতে ৮১% লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি সাশ্রয়

- ভারতে ১ কোটিরও বেশি পুরনো যানবাহন রয়েছে যেগুলি সড়কপথে চলার অনুপযোগী। এই নীতির ফলে এই গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই ধরনের যানবাহনের সংখ্যা দাঁড়াবে ২.৮ কোটি। বাস্তবে একটি পুরনো গাড়ি (উদাহরণস্বরূপ ১৫ বছরের পুরনো), আধুনিক গাড়ির তুলনায় ১০-১২ গুণ বেশি দূষণ ছড়ায়।
- এই পুরনো গাড়িগুলিকে সড়ক থেকে তুলে নিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ১৭% হ্রাস পাবে। বাতাসে এই গাড়িগুলি থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত রাসায়নিকের পরিমাণ ২৪% হ্রাস পাবে। একটি গবেষণা অনুসারে, মোট দূষণের ৬০ শতাংশই যানবাহনের দূষণ থেকে হয়ে থাকে।

জাপান এবং যুক্তরাজ্যে এই ধরনের স্ক্র্যাপেজ নীতি চালু আছে। ভারত সরকার এই দেশগুলিতে প্রচলিত নীতি ও সেগুলি প্রয়োগের তুলনামূলক অধ্যয়নের পরই এই নীতি প্রণয়ন করেছে। এই নতুন স্ক্র্যাপেজ নীতি শুধু অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করবে না, এটি অটোমোবাইল ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চারও করবে। এই নতুন নীতিকে সকলের পরামর্শ গ্রহণের পরই চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে। ■

জল সংরক্ষণের
গুরুত্বপূর্ণ শপথ

কেন্দ্রীয় সরকার জল সুশাসনকে নিজের নীতি এবং সিদ্ধান্তে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, প্রত্যেক খেতে জল, প্রত্যেক বিন্দুতে অধিক ফসল অভিযান, নমামী গঙ্গে অভিযান, জল জীবন অভিযান এবং অটল ভূ-জল প্রকল্পের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে জলকে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এখন জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণ-অংশীদারিত্বের মাধ্যমে 'ক্যাচ দ্য রেন : যেখানে খুশি যখন খুশি বর্ষার জল সংগ্রহ করুন'-এর মতো অভিনব অভিযান এবং নদীগুলিকে যুক্ত করার প্রকল্পের ঐতিহাসিক সূত্রপাত করেছে।

"জল আমাদের জন্য যেমন জীবন, তেমনি আস্থা আর উন্নয়নের ধারাও। জল একদিক থেকে পরশ পাথরের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরশ পাথরের স্পর্শে যেমন লোহা সোনায় পরিবর্তিত হয় বলে বলা হয়, তেমনই জলের স্পর্শ জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন।

\- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রত্যেক বছর দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অংশে খরা আর গড়ে ৪ কোটি হেক্টর ক্ষেত্র ভয়াবহ বন্যার কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ভারসাম্যহীনতা দূর করতে পারলে দেশের অসীম জল সম্পদ বিনষ্ট হবে না, শুধু উন্নয়নের কাজেই লাগবে। সেজন্য বর্তমান পরিস্থিতি বদলাতে আর ভবিষ্যতের সঙ্কটগুলির সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে ২২ মার্চ নদী সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনা এবং জল সঞ্চয়ের লক্ষ্যে বিপ্লবী সূত্রপাত করেছে। এর জন্য 'ক্যাচ দ্য রেন : যেখানে খুশি যখন খুশি বর্ষার জল সংগ্রহ করুন' অভিযানের পাশাপাশি কেন-বেতোয়া লিঙ্কের বহু প্রতীক্ষিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

কেন-বেতোয়া সংযোগ

বুন্দেলখন্ডে নতুন ভোর

অংশগ্রহণকারী রাজ্য
উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ

বুন্দেলখন্ডের যে জেলাগুলি উপকৃত হবে

- **মধ্যপ্রদেশ**
  - ছতরপুর
  - পান্না
  - টিকমগড়
- **উত্তরপ্রদেশ**
  - ললিতপুর
  - ঝাঁসি
  - বান্দা
  - মাহোবা

কেন-বেতোয়া লিঙ্ক প্রকল্প নদীগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে এই ধরনের প্রথম জাতীয় স্তরের প্রকল্প। এই স্বপ্ন যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী দেখেছিলেন, আর এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটি বাস্তবায়নের শপথ নিয়েছেন। নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের আহ্বান বহু প্রতীক্ষিত কেন-বেতোয়া সংযোগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, "অটলজির একটা স্বপ্ন ছিল রিভার গ্রিড তৈরির, নদীগুলিকে যুক্ত করার। কেন-বেতোয়াকে যুক্ত করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। যদি কেন-বেতোয়া যুক্ত করা হয় আর মাটিতে জল যাওয়া শুরু হয় তাহলে গোটা বুন্দেলখন্ডে অনেক নিচে চলে যাওয়া ভূগর্ভস্থ জলস্তর আবার ওপরে উঠে আসতে শুরু করবে। এর মাধ্যমে কৃষকরা প্রত্যেক দিক থেকে লাভবান হবেন।" নদীগুলিকে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিজ্ঞার পেছনে প্রত্যেক বিন্দু জলের জন্য হাহাকার করা বুন্দেলখন্ডের জনগণকে সাহায্যের সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ রয়েছে।

২২১ কিলোমিটার দীর্ঘ নালা কেন নদীর সঙ্গে বেতোয়া নদীকে যুক্ত করবে

এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেন নদীর ২,৮০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার (এমসিএম) বন্যার জল ধৌধন বাঁধে সংরক্ষণ করা হবে। তাছাড়া, ২২১ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগকারী নালা খনন করে কেন নদীর জল বেতোয়া নদীতে প্রবাহিত করা হবে। এই সংযোগকারী প্রকল্পের সঙ্গে ওই অঞ্চলের অনেকগুলি ট্যাঙ্ক ও রিজার্ভারকে যুক্ত করা হবে।

সেচের জন্য পর্যাপ্ত জল

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের নয়টি জেলা – পান্না, টিকমগড়, ছতরপুর, সাগর, দামোহ, দাতিয়া, বিদিশা এবং রাইসেন আর উত্তরপ্রদেশের চারটি জেলা – বান্দা, মাহোবা, ঝাঁসি এবং ললিতপুর উপকৃত হবে। কেন-বেতোয়া নদী সংযোগ প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে বুন্দেলখন্ড এলাকার সমগ্র চিত্রই বদলে যাবে। উভয় রাজ্যের ১৩টি জেলার প্রায় ১০.৬২ লক্ষ হেক্টর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ সম্ভব হবে।

মধ্যপ্রদেশের ৮.১১ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায়

উত্তরপ্রদেশের ২.৫১ হেক্টর জমি সেচের আওতায়

২.৫১ লক্ষ মানুষের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল

১৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ-আন্দোলন

যাতে জল সংরক্ষণ আন্দোলনকে গণ-অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে 'বৃষ্টির জল ধরো' আন্দোলন দেশের সমস্ত জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে ২২ মার্চ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে! সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অভিযানের পাশাপাশি, কেন-বেতোয়া সংযোগ প্রকল্পের জন্য একটি ঐতিহাসিক মউ স্বাক্ষর করেছেন। পাশাপাশি, দেশের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রামসভা ডেকে জল সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে এবং এই উপলক্ষে 'জল শপথ' নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "এই উদ্যোগগুলি নেওয়া সত্ত্বেও দুশ্চিন্তার বিষয় হল, আমাদের দেশে অধিকাংশ বৃষ্টির জল নষ্ট হয়। ভারত যত সুন্দরভাবে বৃষ্টির

'বৃষ্টির জল সংরক্ষণ' অভিযান নিয়ে প্রচারে প্রধানমন্ত্রী

> *"জলসম্পদের প্রতি আমাদের মানসিকতায় যখন পরিবর্তন আসবে, তখন প্রকৃতিও আমাদের সহায় হবে। সেনাবাহিনী সম্পর্কে প্রায়শই একথা বলা হয় যে, প্রশিক্ষণের সময় যতবেশি ঘাম ঝরবে রণক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ হবে তত কম। আমি মনে করি, এই একই কথা জলসম্পদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। আমরা যদি জল সংরক্ষণে আরও বেশি উদ্যোগী হই এবং সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করি, তা হলে আমরা দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করতে পারবো। দুর্ভিক্ষের কারণে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থমকে যায়। পক্ষান্তরে, তার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষ ও যাযাবর পশুপাখির ওপর। প্রশিক্ষণের সময় ঘাম ঝরানো এবং রণক্ষেত্রে তার প্রতিফলন যতটা সত্য, ঠিক তেমনই বর্ষার পূর্বেই মানুষের জীবন বাঁচাতে আমরা যদি আরও বেশি উদ্যোগী হই, তা হলে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে।"*

- **পূর্বসূরীদের দেওয়া জলসম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের এবং তা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে সাশ্রয় করে রাখা যায়, তার দায়িত্বও নিতে হবে।**
- **আমি চাই, বর্ষা মরশুম শুরু হওয়ার পূর্বে এমজিএনআরইজিএ - এর জন্য বরাদ্দ প্রতিটি টাকাই যেন জলসম্পদের জন্য খরচ করা হয়। জলসম্পদ সংরক্ষণের জন্যই এমজিএনআরইজিএ - এর অর্থ খরচ করা হোক।**
- **জলসম্পদ ও জলসংযোগের ওপর ভারতের উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার পরিকল্পনা নির্ভর করছে।**
- **স্বাধীনতার পর এই প্রথম একটি সরকার জলের গুণমান যাচাইয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে অন্তত পক্ষে ৫ জন শিক্ষিত মহিলা জল পরীক্ষার কাজে যুক্ত রয়েছেন। আমাদের বোন ও কন্যাদের এই কাজে যত বেশি উৎসাহিত করা যাবে, তার পরিণাম তত ভালো হবে। আসুন, আমরা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ অভিযানকে সর্বতোভাবে সফল করে তুলি।**
- **রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জলের ৪ শতাংশই রয়েছে ভারতে। অন্যদিকে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশের বাস ভারতে।**
- **কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল পর্ষদের তথ্যানুযায়ী ভারতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত কমছে। সারা বিশ্বে মোট ভূগর্ভস্থ জলের ২৪ শতাংশই আমাদের দেশে খরচ করা হয়। আমরা যে জল ব্যবহার করি, তার ৪০ শতাংশই ভূগর্ভস্থ। মোট ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের ৪৩২ বিলিয়ন কিউবিক মিটার জল ভূগর্ভস্থ।**
- **নীতি আয়োগের প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে জলের চাহিদা ২০৩০ সাল নাগাদ বেড়ে দ্বিগুণ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।**

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণটি শোনার জন্য এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

জল ব্যবস্থাপনা করতে পারবে, ততই ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। সেজন্য 'বৃষ্টির জল ধরো' অভিযানের সাফল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার জলসংযোগের ক্ষেত্রে আরও ভালো পরিণাম পেতে প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছে।

সার্বিক প্রয়াস সহ জল নীতি

জল অমূল্য সম্পদ। তাই, জল সংরক্ষণের গুরুত্বের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে ২০১৯ সালেই জলসম্পদ সম্পর্কিত যাবতীয় দায়দায়িত্ব জলশক্তি মন্ত্রককে ন্যস্ত করা হয়েছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে তীব্র জলসঙ্কটের বিষয়টিকে স্মরণে রেখে ২৫৬টি জেলায় জলশক্তি অভিযানের সূচনা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে পাইপ বাহিত জল পৌঁছে দিতে এবং জলসম্পদের আরও সুষ্ঠু পরিচালনায় 'হর ঘর জল' এবং 'অটল ভূজল যোজনা'র সূচনা হয়েছে। জলশক্তি অভিযানে শহর ও গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্ষার মরশুম শুরু হতে আরও কয়েক সপ্তাহ রয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রী যথার্থই আশা প্রকাশ করেছেন, বর্ষা মরশুম শুরু হওয়ার আগেই পুকুর, কূপ, ট্যাঙ্ক বা জলাধারগুলির সংস্কারের কাজ শেষ হবে এবং নর্দমাগুলির বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন হবে। জল সংরক্ষণের জন্য জলাধারগুলির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। একইভাবে, বৃষ্টির জল প্রবাহে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি দ্রুত নিরসন করতে হবে। ■

ভেলু মহিলাদের কাছে অনুপ্রেরণা; ক্ষুদিরাম বোস যুবসম্প্রদায়ের প্রাণশক্তির উৎস

সমগ্র দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। এই বিষয়টি আগামী ২৫ বছরে 'শতবার্ষিকী সংকল্প'-এর ক্ষেত্রে উন্নয়নের যাত্রাপথে এক মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে। নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন পূরণে এবং জাতি গঠনের এক নতুন সূচনায় যুবসম্প্রদায়ের কাছে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া জরুরি। এজন্যই নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অজানা বীর যোদ্ধাদের জীবন কাহিনী প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ···

ব্রিটিশ দাসত্বের নিদারুণ কায়িক শ্রমের জাতাকল থেকে কিভাবে কোটি কোটি ভারতীয় মুক্তি পেতে অদম্য লড়াই চালিয়েছিলেন, তার গৌরবময় ও স্মরণীয় বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপবনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকীতে শাশ্বত ভারতের পরম্পরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা এবং স্বাধীন ভারতের জন্য গৌরবময় আন্দলনগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় স্বাধীনতার লড়াই প্রকৃতপক্ষেই অন্যায়, শোষণ ও হিংসার বিরুদ্ধে ভারতের সচেতনতার প্রামাণ্য সাক্ষ্য। অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই রামায়ণের যুগে, মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, হলদিঘাটির যুদ্ধে, শিবাজীর অদম্য লড়াইয়ে বারবার প্রকাশিত হয়েছে। এই লড়াইয়ে প্রতিটি অঞ্চল, সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, কোল বিদ্রোহই হোক বা হো আন্দোলন, খাসি বিক্ষোভ বা সাঁওতাল বিদ্রোহ, কাছাড় নাগা বিদ্রোহ হোক বা কুকা আন্দোলন, ভিল আন্দোলন হোক বা মুন্ডা বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী আন্দোলন হোক বা রামসী বিক্ষোভ, কিটুর আন্দোলন হোক বা ত্রিবাঙ্কুর আন্দোলন অথবা বরদোলুই হোক বা চম্পারণ সত্যাগ্রহ অথবা বুন্দেল আন্দোলন .... এমন অসংখ্য আন্দোলন ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে, যেগুলি সবই স্বাধীনতার আলোক শিখাকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে দীপ্তমান রেখেছিল। শিখগুরুদের পরম্পরা আমাদের নতুন প্রাণশক্তি যুগিয়েছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল এবং দেশের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অটুট রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই, সংগ্রামের এই ঘটনাগুলিকে আমাদের বারবার স্মরণ করতে হবে।

ভেলু নাচিয়ার: মহীয়সী এই রানী ব্রিটিশদের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন

ভেলু নাচিয়ার ছিলেন তামিলনাড়ুর রানী, যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই চালিয়েছিলেন। রামনাথপুরমের বাসিন্দা ভেলু বিবাহের পর শিবগঙ্গার রানীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ব্রিটিশরা ১৭৭২ সালে শিবগঙ্গা দখলের জন্য হামলা চালিয়েছিল। তাঁর স্বামী ব্রিটিশদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সেনা তাঁদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করে। ব্রিটিশদের এই কুকর্ম নির্ভীক ভেলুকে তাঁর স্বামীর হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। রানী ভেলু মারুদুভাই, কয়েকজন সেনা নায়ক, অনুগত ব্যক্তি এবং উদয়লের মতো বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদের সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু, ব্রিটিশরা কৌশলে উদয়লকে আটক করে এবং ভেলু নাচিয়ার কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন, তা জানার জন্য নির্মম অত্যাচার চালায়। বিশ্বস্ত দেহরক্ষী উদয়ল ভেলু নাচিয়ারের ব্যাপারে কোনও কথা জানাতে অস্বীকার করেন, পরে ব্রিটিশরা তাঁকে হত্যা করে। নির্ভীক ভেলু এরপর মহিলাদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এর নামকরণ হয় উদয়ল রেজিমেন্ট। এই বাহিনীর দায়িত্ব পান ভেলুর আরেক অনুগত কুয়েলি। কুয়েলি বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে বেশ কয়েকজন মহিলা গেরিলাকে বাহিনীতে সামিল করেন। কিন্তু, ব্রিটিশরা যখন তাঁদের আটক করতে আসে, তখন বাহিনীর প্রধান কুয়েলি নিজেকে অস্ত্রাগারে লুকিয়ে ফেলেন এবং সেখানে অগ্নি সংযোগ করেন। এই অভিযানে কুয়েলি মারা যান। এরকম একের পর এক ব্রিটিশদের দমন-পীড়ণ সত্ত্বেও ভেলু নাচিয়ার শিবগঙ্গাকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেন এবং শিবগঙ্গার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সুদীর্ঘ ১০ বছর শিবগঙ্গা শাসন করেছিলেন। তাঁর পরিবার ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত শিবগঙ্গার শাসনকার্য চালিয়ে যান। নির্ভীক ভেলু নাচিয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মরণে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৮ সালে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

ক্ষুদিরাম বসু : এক বিপ্লবী, যিনি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন

ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম এক তরুণ তুর্কি। দেশের প্রতি যাঁর নিঃস্বার্থ সেবা এখনও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বিহারের মুজফফরপুর জেলা কারাগারে ১৯০৮ সালের ১১ অগাস্ট মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়। অবিভক্ত বাংলার মেদিনীপুর জেলার এক অখ্যাত গ্রামে ১৮৮৯ সালে তেসরা সেপ্টেম্বর ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম হয়। কৈশোরেই বাবা-মা'কে হারানোর পর তাঁর দিদি তাঁকে বড় করে তোলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ক্ষুদিরাম স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। সত্যেন বসুর নেতৃত্বে শুরু হয় তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকান্ড। নির্মম ব্রিটিশ আধিকারিক কিংসফোর্ড'কে হত্যার দায়িত্ব পান তরুণ ক্ষুদিরাম। এজন্য তিনি মুজফফরপুরে পৌঁছান। সুযোগ বুঝে ক্ষুদিরাম সেখানে কিংসফোর্ডের বগিগাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। বোমা বিস্ফোরণের এই ঘটনায় অন্য এক ব্রিটিশ আধিকারিকের পত্নি ও কন্যা মারা যান। এই ঘটনার পর পুলিশ ক্ষুদিরামের পিছু ধাওয়া করে। ব্রিটিশ পুলিশ ক্ষুদিরামকে ধরে ফেলে এবং সাজায় তাঁর মৃত্যুদন্ড স্থির হয়। ফাঁসিকাঠে ঝোলার সময় ক্ষুদিরামের বয়স ছিলেন মাত্র ১৮ বছর ৮ মাস ৮ দিন। তরুণ বয়সে এরকম এক বীর বিপ্লবীর শহীদ হওয়ার ঘটনা সমগ্র দেশবাসীর চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হতে এই ঘটনা অসংখ্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ক্ষুদিরাম আজও এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন। ■

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি

যোগ্যতা যাচাই এবং কর্মদক্ষতায় অগ্রাধিকার

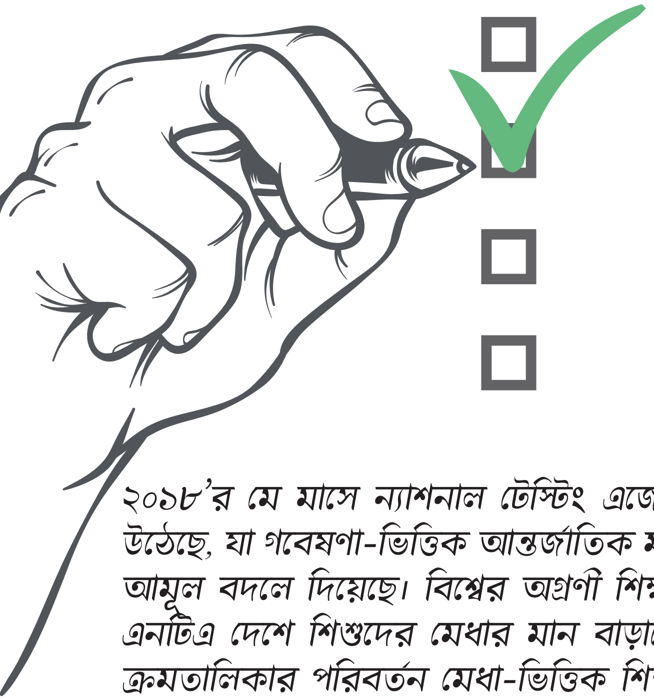

২০১৮'র মে মাসে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) গড়ে ওঠার পর এটি এমন এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, যা গবেষণা-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মান, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার ধারণাকেই আমূল বদলে দিয়েছে। বিশ্বের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সেরা শিক্ষণ পদ্ধতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এনটিএ দেশে শিশুদের মেধার মান বাড়াতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই প্রথম র‍্যাঙ্কিং বা ক্রমতালিকার পরিবর্তন মেধা-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রমোদ কুমার পাসোয়ান গত বছর ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট) বা জাতীয় যোগ্যতামান যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। চার বছর আগে তিনি নেট পরীক্ষায় বসেছিলেন। তখন এই পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে ছিল সিবিএসই। দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার মৌলিক ধাঁচ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এনটিএ-এর প্রশংসা করে প্রমোদ বলেছেন, "আগে পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রশ্ন করা হত। কিন্তু এখন সমসাময়িক বিষয়েও প্রশ্ন থাকছে। যেগুলি থিওরিটিকাল নয়। তবে, প্র্যাক্টিকাল বা বাস্তব জ্ঞান-ভিত্তিক"। আরও এক নেট পরীক্ষার্থী মুদ্রিকা প্রসাদ মন্ডল বলেছেন, "আগে অফলাইনে পরীক্ষার জন্য পুরো দিন নষ্ট হত। কিন্তু এখন অনলাইনে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হওয়ায় কেবল তিন ঘণ্টাতেই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি, ওএমআর শিটে উত্তর দেওয়াও সহজ হয়েছে। ওএমআর শিট জমা করার আগে উত্তর পরিবর্তনের সুবিধা হয়েছে, যা আগে অফলাইন পদ্ধতিতে ছিল না"। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা সকলেই একথা বলছেন যে, অনলাইন পদ্ধতিতে এনটিএ-এর পরীক্ষা চালু হওয়ায় কাগজ সাশ্রয় হচ্ছে, যা পরিবেশ-বান্ধব। এমনকি, থিওরিটিকাল প্রশ্নের পরিবর্তে প্র্যাক্টিকাল প্রশ্ন থাকায় পরীক্ষার গুরুত্ব বেড়েছে। সেইসঙ্গে, পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞান যাচাইয়ের সুযোগ হয়েছে।

আপনি অনেকবার এটা লক্ষ্য করেছেন যে, একটি শিশু চিকিৎসক হতে চায়। কিন্তু, বাবা-মা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আসলে এরকম ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য, এর ফলস্বরূপ শিশুটি যখন পরীক্ষার্থী হয়ে ওঠে তখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে ভালো ফলাফল করতে পারে না। পক্ষান্তরে, সে পছন্দের বিষয় নিয়ে এবং প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে তার কাছে কেবল দুটি বিকল্প থাকে – প্রথমত, তাকে পরের বছর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয় এবং দ্বিতীয়ত, অপছন্দের বিষয় নিয়ে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো ভারতেও আগে কখনও ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতামান যাচাইয়ে প্রয়াস নেওয়া হয়নি, যাতে তারা পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করে প্রকৃত শিক্ষালাভ করতে পারে। বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০১৭'র নভেম্বরে একটি স্বশাসিত এবং অগ্রণী পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) গড়ে তোলার প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতামান যাচাই করে তাদের পছন্দসই কর্মজীবনে প্রবেশে সাহায্য করবে। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠার কেবল তিন বছরের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত সম্ভাবনার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রয়াসে ভালো পরিণাম পাওয়া যাচ্ছে। এনটিএ কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতামানই যাচাই করে না, সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা পর্ষদগুলিকে পঠন-পাঠন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়ে থাকে। এনটিএ-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করা এবং ভারতের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করা।

প্রকৃতপক্ষে, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় বা কলেজ-স্তরে শিক্ষা শেষ করার পর সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়, তা হল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পেশাদারী কোর্সে পঠন-পাঠনের সুযোগ পাওয়া। দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং,

"

যাঁরা কেবল একটি বছরের কথা ভাবেন, তাঁরা খাদ্যশস্যের চাষ করেন। কিন্তু, যাঁরা একটি দশকের কথা ভাবেন, তাঁরা ফলদায়ী গাছ লাগান। অন্যদিকে, যাঁরা প্রজন্মের কথা চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরা সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়াসী হন। এর উদ্দেশ্যই হ'ল শিক্ষিত করা, সংস্কৃতিকে আপন করা এবং সারা জীবনের জন্য একজনকে প্রস্তুত করে তোলা। কিভাবে আমরা একজনকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জেদ নিয়ে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তুলতে পারি।

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

"

৬০ **লক্ষ পড়ুয়া প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসছেন**

এনটিএ বোঝা কমিয়েছে; ইউজিসি, সিবিএসই এবং এআইসিটিই শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি দৃষ্টি দেবে

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশিকা পরীক্ষার ধরণ এখন আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী করা হয়েছে। লর্ড মেকুলের শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল ভারতীয়দেরকে ক্লার্ক পদের উপযুক্ত করে তোলা এবং ব্রিটিশ আধিকারিকদের সঙ্গে ইংরাজিতে মতবিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আর কোনও সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়নি, যাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা যায়। এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে তুলতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যই হল দক্ষতার পাশাপাশি, যোগ্যতামান নিখুঁতভাবে যাচাই করা। একই উদ্যোগ জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ৩৪ বছরে এই প্রথমবার গ্রহণ করা হয়।

অতিরিক্ত দায়িত্ব

স্বাধীনতার পর শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে একাধিক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এজন্য বেশ কয়েকটি নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাও গড়ে তোলা হয়। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) স্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালে। বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ১৯৬২ সালে গঠিত হয় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। শিক্ষার মানোন্নয়নে গঠিত এ ধরনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব স্থির করে দেওয়া হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, ইউজিসি-কে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্তির জন্য যোগ্যতামান যাচাই করার পরীক্ষা আয়োজনে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কয়েক বছর বাদে এই পরীক্ষার দায়িত্ব পায় সিবিএসই। একাধিক যোগ্যতামান যাচাই পরীক্ষা আয়োজনের দায়িত্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। যেমন-অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিকাল এডুকেশন (এআইসিটিই) গড়ে তোলা হয়েছিল দেশে প্রযুক্তি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য। একই সঙ্গে, কমন ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট (সিএমইটি) গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এআইসিটিই-কে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের ভর্তির দায়িত্ব এআইসিটিই পালন করে। এরফলে, শিক্ষার মানোন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক কাজকর্মই ব্যাহত হয়নি, সেই সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত রীতি অনুযায়ী বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া চলে আসছিল।

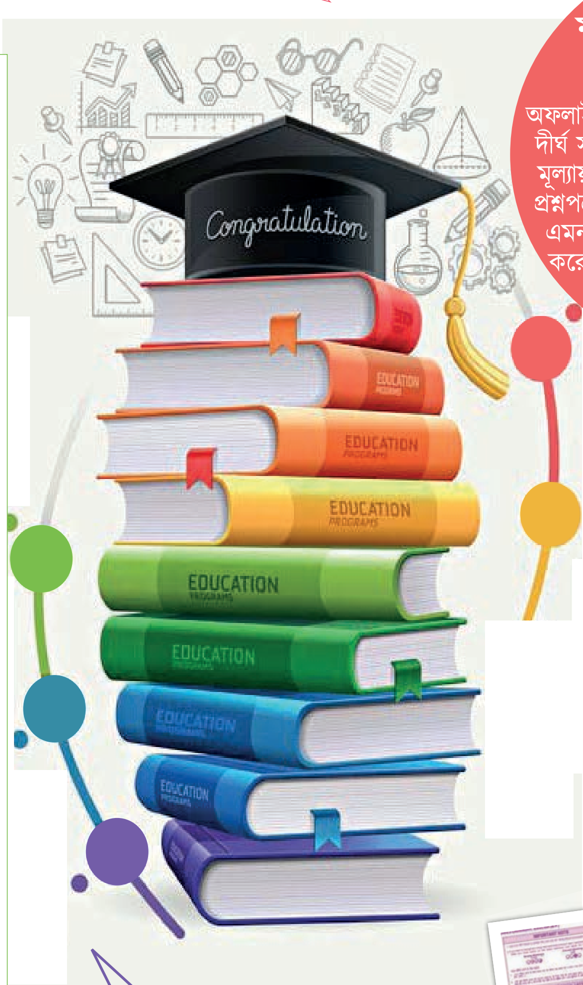

পরীক্ষা পর্ব থেকে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন পর্যন্ত সময়-সাপেক্ষ দীর্ঘ প্রক্রিয়া.....

এতদিন যেহেতু সমস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা অফলাইনে হত, তাই সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হত। পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থাকে মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র পাঠানো, আগে থেকে প্রশ্নপত্র প্রেরণ প্রভৃতির জন্য বহু সময় লাগতো। এমনকি, কখনও কখনও উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করে ফল ঘোষণা করতে মাস পেরিয়ে যেত। এর ফলে, এ ধরনের সমস্ত পরীক্ষাই বছরে একবার করে নেওয়া সম্ভব হত।

বিপুল সম্পদের চাহিদা....

এ ধরনের পরীক্ষাগুলি অফলাইন পদ্ধতিতে গ্রহণ করার ফলে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা থেকে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন এবং ফল ঘোষণা পর্যন্ত মানবসম্পদের বিরাট চাহিদা দেখা দিত। তাই, প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়দায়িত্ব পূরণ করতে সিবিএসই এবং এআইসিটিই – এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সমস্ত মানবসম্পদকে কাজে লাগাতে হত। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেও প্রভাব পড়তো।

র‍্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার : শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম একটি বড় ঘাটতি। দেশের সমস্ত প্রান্তের ছাত্রছাত্রীরা একই ধরনের প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়ে আসছিল। উত্তরপত্র মূল্যায়নের পর র‍্যাঙ্কিং বা ক্রমতালিকা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছিলেন। বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, দুটি পৃথক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্যের দু'জন ছাত্র আইআইটি-র জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছেন। দু'জনই প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়েছেন এবং বিভিন্ন অঙ্কের সমাধান করেছেন। দেশে এর আগে কখনও এ ধরনের সমীক্ষা করা হয়নি, যেখানে ঐ দু'জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কার কাছে প্রশ্নপত্রটি সহজ ছিল। প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে কার কতটা সময় লেগেছে এবং প্রশ্নের উত্তর-ভিত্তিক কার কতটা সময় ব্যয় হয়েছে। কিন্তু, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এ ধরনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অভিন্নতা না থাকার দরুণ তা কখনই আন্তর্জাতিক মানের হয়ে ওঠেনি।

মনুষ্য ত্রুটির সম্ভাবনা.....

কায়িক শ্রমসাধ্য এই পরীক্ষা পর্বের দরুণ উত্তরপত্রের মূল্যায়ন তথা ফল ঘোষণার মতো প্রায় প্রতিটি স্তরেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। পরীক্ষার্থীর ভুল রোল নম্বর উল্লেখ করা থেকে উত্তরপত্রের মূল্যায়নে ঘাটতি, এমনকি ওএমআর শিটে ভুল উত্তরে দাগ দেওয়া প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্রুটির সম্ভাবনা এড়ানো যেতো না। একই সঙ্গে, পরীক্ষা গ্রহণের পরেও উৎকোচের বিনিময়ে ওএমআর শিটে ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও থাকতো।

মেডিকেল ও ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে এতদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছিল। এজন্য বিভিন্ন ধরনের কোর্সের ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবধানে প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজন করা হত। গতানুগতিক ধাঁচে দীর্ঘ সময় ধরে এ ধরনের প্রক্রিয়া সারা দেশে চলে আসছিল। কোনও রকম বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রয়াস ছাড়াই প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির আয়োজন করা হত।

এই সমস্ত কারণে ২০১০ সালে একটি কমিশন গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। যে কমিশন সারা দেশে সমস্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়ার তদারকি করবে এবং যোগ্যতামান যাচাইয়ের ভিত্তিতে প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বের করতে একটি বিশ্বমানের ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। অবশ্য, এ ধরনের কমিশন গঠনের প্রস্তাব বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হয়। নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ২০১৪ সালে এ ধরনের কমিশন গঠনের প্রয়াসে গতি আসে। অবশেষে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০১৭'র ১০ নভেম্বর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজনের জন্য একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে ১৮৬০ সালের ইন্ডিয়ান সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইনের আওতায় একটি নিবন্ধীকৃত সোসাইটি বা সমিতি হিসাবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) গড়ে তোলার প্রস্তাব অনুমোদন করে। ২০১৮ সালের মে মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধীকৃত হয়। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে এনটিএ প্রথমবার জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট গ্রহণ করে। বর্তমানে এনডিএ প্রবেশিকা পরীক্ষা, ফেলোশিপ পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্যতামান যাচাই পরীক্ষার মতো ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছেন। এনটিএ দেশে কলম ও কাগজ বিহীন পরীক্ষা নেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর এটাই ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের সূত্রপাত করেছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষাকে বিশ্বমানের করে তোলা.....

এনটিএ গড়ে তোলার প্রস্তাবের সময় মানবসম্পদ মন্ত্রী ছিলেন প্রকাশ জাভড়েকর। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া যেন যোগ্যতামান অনুযায়ী যথাযথভাবে পরিচালিত হয়। তিনি বলেন, ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতামানের বিষয়টিকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। এমনকি, সমগ্র প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে হবে। এনটিএ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে দেশে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘ দিনের যে চ্যালেঞ্জ ছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে দূর হবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজন করা থেকে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন পর্যন্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব এনটিএ-কে দেওয়া হয়েছে। এনটিএ এখন ১২টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সহ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার দায়িত্ব সামলাচ্ছে এবং এই দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গেই পালন করে চলেছে।

> *১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে এনটিএ-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে কথা হয়েছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮ সালে এনটিএ গড়ে তুলে গত ৩২ বছর ধরে বিলম্বিত হওয়া প্রক্রিয়া শেষ করেছে। এনটিএ গত দু'বছরে প্রায় ৪৫টি পরীক্ষা গ্রহণ করেছে এবং ১ কোটি ২৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছেন। ৩৩টি ভাষায় ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি এবং ৪৫০টি ভাষায় সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলিতে সাইকোমেট্রিক ডেটা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরের পরীক্ষায় সাইকোমেট্রিক ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়।*
>
> – ডঃ রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক
> কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী

এনটিএ স্বাক্ষরতার মতো ক্ষেত্রে সমাজ যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হচ্ছে, সেই সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়ায় সমান অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই প্রথম শিক্ষার ধরণ অনুযায়ী, ডেটার সাইকোমেট্রিক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরের পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থাগুলি পরীক্ষা গ্রহণের পর সাইকোমেট্রিক ডেটার বিশ্লেষণ করে থাকে। এ ধরনের সাইকোমেট্রিক ডেটা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হ'ল – কিভাবে একজন পরীক্ষার্থী প্রশ্নের সমাধান করছেন, কিভাবে সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁর কত সময় ব্যয় হচ্ছে, প্রশ্নের সঠিক অর্থ বুঝতে পারছেন কিনা, এমনকি, পরীক্ষার্থী ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষা বাদে হিন্দিতে প্রশ্নটিকে বুঝতে কত সময় নিচ্ছেন, তা নির্ভুলভাবে জানার চেষ্টা করা। এনটিএ – এর বিশেষজ্ঞরা উপরোক্ত বিষয়গুলির অঞ্চল-ভিত্তিক এবং শিক্ষা পর্ষদ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখছেন। এ সংক্রান্ত যে ডেটাবেস

বা তথ্য ভান্ডারটি গড়ে তোলা হচ্ছে, তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা পর্ষদ বা শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বিনিময় করা হচ্ছে।

এই তথ্য ভান্ডারের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন বা শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার মতো বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। সাইকোমেট্রিক বা মনস্তাত্ত্বিক তথ্য পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এনটিএ – এর বিশেষজ্ঞরা প্রশ্নপত্রের মানোন্নয়নেও চিন্তাভাবনা করছেন। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন তথ্যের ওপর নির্ভর করে মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের বিশ্লেষণ শিক্ষা ব্যবস্থার গভীরে গিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তনে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। এনটিএ – এর এজেন্ডায়

মূল্যায়ন পদ্ধতির মানোন্নয়ন

উত্তরপত্রের মূল্যায়নের পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে সৃজনশীল চিন্তাভাবনার প্রয়োগ ঘটিয়ে সমগ্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সূচনার সময় থেকে এনটিএ প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির উত্তরপত্রের মূল্যায়নে আধুনিক ধ্যানধারণার প্রয়োগ ঘটাতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

গবেষণাধর্মী নীতি প্রণয়ন

এনটিএ সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজকর্ম পরিচালনা সহ উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করে। এমনকি, এনটিএ – এর এজেন্ডার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন তুলনামূলক সমীক্ষার তথ্য কিভাবে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তাও সামিল করা হয়েছে।

সার্বিক অন্তর্ভুক্তিকরণ : দিব্যাঙ্গজন সহ সমস্ত পরীক্ষার্থীর জন্যই প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিকে সহজ ও সরল করে তুলতে এনটিএ পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে :

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এনটিএ একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল পরীক্ষায় বসতে চলা ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই পরিবর্তন আসলে কি এবং কিভাবে তাঁরা নতুন এই ব্যবস্থায় লাভবান হতে পারেন? এনটিএ কিভাবে প্রতি বছর একাধিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে চলা ৪০ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর জন্য নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে? আসুন, বিষয়টি একবার দেখে নেওয়া যাক......

পরীক্ষায় দু'বার অংশগ্রহণের সুবিধা

আগে, আইআইটি এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য জাতীয় স্তরে যোগ্যতামান যাচাই তথা প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট) বছরে একবার নেওয়া হত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা বছরে একবার পরীক্ষায় বসার সুবিধা পেতেন। পরীক্ষায় সফল না হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হত। কিন্তু, এনটিএ এখন বছরে দু'বার অনলাইনে এ ধরনের প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করছে। নতুন এই পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের ফলে পরীক্ষার্থীরা দুটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে আইআইটি বা মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছেন। দুটি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর বাড়াতেই এই উদ্যোগ, যাতে একবার ব্যর্থ হলে তাঁর একটি বছর যেন নষ্ট না হয়। এর ফলে, ছাত্রছাত্রীদের সময় ও অর্থ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে, তেমনই সারা বছর ধরে প্রস্তুতির বোঝাও কমছে।

ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা – মেধার স্বীকৃতি

আগে, সমস্ত পরীক্ষা অফলাইনে গ্রহণ করা হত। পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের জন্য ওএমআর শিট দেওয়া হত। ওএমআর শিটে পরীক্ষার্থীরা কলম দিয়ে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতেন। পরীক্ষা গ্রহণের পর ওএমআর শিট পরীক্ষকের কাছে জমা দিতে হত। এই ব্যবস্থায় তিনটি বড় ঘাটতি ছিল। প্রথমত, সঠিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ত্রুটির সম্ভাবনা, যা পরে সংশোধন করার বিকল্প ছিল না। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষার পর ওএমআর শিটে অর্থের বিনিময়ে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, প্রশ্নপত্র আগাম ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু, এখন সমগ্র পরীক্ষা পদ্ধতিকে ত্রুটিমুক্ত করে তোলা হয়েছে। অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন এনটিএ – এর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি করা প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীর কম্প্যুটারে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী

প্রকৃত মেধাকে চিহ্নিত করে তার যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব : বিনীত যোশী

ভারতে প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রচলিত পদ্ধতি মেনেই পরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে, প্রকৃত মেধাবীদের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি অথবা তাঁরা উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাও পাননি। প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যাপারে এতদিন আমরা বহু দেশের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিলাম। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এখন সমগ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার পদ্ধতিতেই পরিবর্তন এনেছে। এই পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক সন্তোষ কুমারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এনটিএ – এর মহানির্দেশক বিনীত যোশী প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ:

প্র: এনটিএ গড়ে তোলার পেছনে সরকারের উদ্দেশ্য কি?

উ: এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যই হ'ল দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে আন্তর্জাতিক মান প্রণয়ন করা। আমরা প্রতিটি পরীক্ষার শেষে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করি। একজন পরীক্ষার্থী কোন প্রশ্নে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীণ হচ্ছেন, আমরা তাও পর্যালোচনা করি। কোন শিক্ষা পর্ষদ বা অঞ্চলের পরীক্ষার্থী কোন প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীণ হচ্ছেন বা কোন প্রশ্নগুলি তাঁর কাছে সহজ – আমরা তাও খতিয়ে দেখি। প্রশ্ন ইংরাজিতে থাকলে তা সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে কিনা অথবা ঐ প্রশ্নের হিন্দি অনুবাদ সঠিক ছিল কিনা, তাও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। বিভিন্ন দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এখন এনটিএ – এর সাহায্যে অনলাইন পরীক্ষার শেষে আমরাও বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ করছি। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখেই পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয়। এমনকি, এই সমস্ত তথ্য শিক্ষা পর্ষদগুলির সঙ্গেও বিনিময় করা হয়, যাতে শিক্ষণ পদ্ধতিতে আরও মানোন্নয়ন ঘটানো যায়।

প্র: শুরুতে আপনারা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীণ হয়েছেন?

উ: ২০১৮'র ডিসেম্বরে যখন প্রথমবার নেট পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়া হয়, তখন বিভিন্ন মহলে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। কিছু প্রশ্ন অবশ্য নিঃসন্দেহে যুক্তিগ্রাহ্য ছিল। কারণ, আমরা এখন বিদ্যালয় স্তর থেকেই শিশুদেরকে কম্প্যুটার শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলছি। আগে এরকম শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল না। সুতরাং, যাঁরা ইতিমধ্যেই স্নাতক হয়েছেন এবং যাঁদের কম্প্যুটার সম্বন্ধে কোনও মৌলিক ধারণাই নেই, তাঁরা কিভাবে পরীক্ষায় বসবেন? তাই, আমরা প্রতিটি শহরে নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্র চালু করেছি, যেখানে তাঁরা পরীক্ষায় বসার আগে কম্প্যুটারে পরীক্ষা পদ্ধতি অভ্যাস করার সুযোগ পান। এমনকি, আমরা একটি অ্যাপ চালু করেছি, যার মাধ্যমে কম্প্যুটার অনুশীলনের জন্য নাম নথিভুক্ত করা যায়। আমরা সাফল্য পেয়েছি, কারণ সঠিক লক্ষ্যেই অগ্রসর হতে পেরেছি। আজ আমরা প্রতিটি পরীক্ষার পুরনো প্রশ্নপত্র সমাধান করার এবং এনটিএ – এর ওয়েবসাইটের সাহায্যে নকল মহড়ার মাধ্যমে তা অনুশীলনের সুযোগ করে দিয়েছি।

প্র: পুরনো ব্যবস্থায় কি ধরনের ঘাটতি ছিল এবং এনটিএ কিভাবে তা ত্রুটিমুক্ত করেছে?

উ: আগে, প্রশ্নপত্র যখন তৈরি করা হ'ত, তখন তা মূল্যায়নের কোনও

প্র: নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতিতে এনটিএ – এর ভূমিকা কি?

উ: এনটিএ – এর ভূমিকা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় মানোন্নয়ন করাই নয়, নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষায় বসার রীতি রয়েছে। এই প্রবেশিকা পরীক্ষা দুটি পর্বে আয়োজন করা হয়। প্রথমে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট বা আগ্রহ-ভিত্তিক, দ্বিতীয় পর্বে বিষয়-ভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হয়েছে মাত্র, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

ব্যবস্থা ছিল না। আর এই কারণেই আমরা প্রায়শই একথা শুনি যে, এবার প্রশ্ন সহজ এসেছিল বা কঠিন হয়েছিল। কিন্তু এখন অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণের দরুণ যাবতীয় তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে। তাই, এখন প্রশ্নপত্র পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিকে সামনে রেখেই তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও, আগে অফলাইন পরীক্ষা গ্রহণের দরুণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল সম্পদ কাজে লাগানো হত। এর ফলে, সমগ্র প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হত। সিবিএসই-র চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীন আমি এটা খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছি যে, পরীক্ষার ফল প্রকাশে এক মাস বা তার বেশি সময় লাগতো। এখন আমরা এক সপ্তাহের মধ্যেই ফলাফল তৈরি করতে পারছি। আগে একজন বিশেষজ্ঞ কেবল একটি প্রশ্নপত্রের উত্তর মূল্যায়ন করতে পারতেন। কারণ, তাঁকে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন বাদেও অন্যান্য কাজ করতে হত। অবশ্য, এনটিএ-তে আমাদের এখন প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে একাধিক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে আমরা বছরে দু'বার পরীক্ষা গ্রহণ করছি। এমনকি, আমরা ২৫ বার পৃথক পৃথক ১৪টি পরীক্ষা গ্রহণ করেছি।

প্র উ ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?

অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হওয়ায় আমরা বছরে দু'বার পরীক্ষার বন্দোবস্ত করছি। এবছর জেইই পরীক্ষা চারবার আয়োজন করা হবে। এরফলে, ছাত্রছাত্রীদের ওপর বোঝা কমবে। তাই, কোনও একজন পরীক্ষার্থী যদি একটি পরীক্ষায় ভালো ফল না করতে পারেন, তা হলে তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ রয়েছে। এমনকি, পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিটে ভুল উত্তরে দাগ দেওয়ার অথবা রোল নম্বর ঠিক লেখা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে সংশয়ের কোনও কারণ থাকছে না। সর্বোপরি আমরা পরীক্ষার্থীদের ওপর থেকে চাপ কমানোর চেষ্টা করেছি। আমি আপনাকে আগেই প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছি। এখন ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হচ্ছে। শতাংশের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ক্রমতালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, এখন আপনি সহজেই প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মেধা যাচাই করতে পারবেন এবং প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্র উ এনটিএ সুবিন্যস্ত করার বা ভবিষ্যতে নতুন কোনও সম্ভাবনা থাকছে কি?

চীনে কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য 'গাওকাও' পরীক্ষায় ১ কোটিরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। এটা বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরীক্ষা। কিন্তু, এই পরীক্ষা কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ভাষায় নেওয়া হয়। অন্যদিকে, আমরা নিট পরীক্ষায় ১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জন্য ১৬টি ভাষায় প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেছিলাম। আন্তর্জাতিক মানের ওপর ভিত্তি করে দেশে প্রত্যেক মেধাবীকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এনটিএ পরীক্ষা গ্রহণের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। আমরা প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরি করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রকৃত মেধাকে খুঁজে বের করা যায়। এর জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পরীক্ষা গ্রহণ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিতে উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে।

সরাসরি দেখা যায়। এর ফলে, পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে এবং উত্তরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে চাইলে সেই উত্তর পরিবর্তনের সুযোগ পাচ্ছেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য এনটিএ-এর সার্ভারে সরাসরি জমা পড়ে।

প্রতিটি বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়.....

যে কোনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করার জন্য এনটিএ-এর একটি বিশেষজ্ঞ দল রয়েছে। সার্ভারে জমা হওয়া তথ্য বিশ্লেষণ এবং পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক তথ্য মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞরা নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময় বিশেষজ্ঞরা প্রতিটি সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয় নজর দেন, যেমন –

- **কোন সংস্থা পরীক্ষা নেবে এবং এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি?**
- **কি ধরনের দক্ষতা বা জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে?**
- **পরীক্ষার্থীরা কিভাবে তাঁদের জ্ঞান কাজে লাগাবেন?**
- **পরীক্ষা কত সময় ধরে চলবে?**
- **পরীক্ষা কতটা জটিল হবে?**

উপরোক্ত বিষয়গুলি স্থির হওয়ার পর প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করে প্রয়োজন-সাপেক্ষে সংশোধন করা হয়। এরপর, ঐ প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছয়। এমনকি প্রতিটি প্রশ্ন ও তার উত্তর কি হতে পারে, তা খতিয়ে দেখা হয়। প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মেধা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা যায়।

সময়ের সদ্ব্যবহার

অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতিতে একদিকে যেমন প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্র ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা দূর করা গেছে, অন্যদিকে তেমনই পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা ও পরীক্ষার্থী উভয়ের সময় সাশ্রয় হয়েছে। উত্তরপত্রের মূল্যায়ন প্রায় ত্রুটিমুক্ত করা গেছে। এমনকি, পরীক্ষার ফলাফলের জন্য পরীক্ষার্থীদের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ.....

এনটিএ-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি পরীক্ষাই আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে নেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞরা যুক্ত রয়েছেন। অন্যান্য দেশে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমীক্ষার পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট দেশের পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থাগুলির বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। সেই অনুসারে, প্রত্যেকবার প্রশ্নপত্রের আদল বদলানো হচ্ছে। ■

ডিএফআই অগ্রগতির নতুন চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে

সরকার একাধিক তহবিল গঠন করে দেশের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স ইন্সটিটিউশন বা ডিএফআই গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে অর্থ-ব্যবস্থার অগ্রগতিতে গতি সঞ্চার হচ্ছে

সিদ্ধান্ত : দীর্ঘমেয়াদী-ভিত্তিতে তহবিল সংস্থানে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স ইন্সটিটিউশন বা ডিএফআই গঠনে মন্ত্রিসভার অনুমোদন

সুবিধা :

- সরকার ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স ইন্সটিটিউশনের জন্য প্রাথমিকভাবে ২০,০০০ কোটি টাকার সংস্থান করবে এবং শুরুতে ৫,০০০ কোটি টাকার প্রাথমিক অনুদান যোগাবে। আগামী কয়েক বছরে এই তহবিলকে সদ্ব্যবহার করে ডিএফআই ৩ লক্ষ কোটি টাকার সংস্থান করতে পারবে বলে সরকার মনে করছে
- অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে ঘোষণা করেছিলেন, মন্ত্রিসভার অনুমোদনের ফলে তা কার্যকর হবে
- বিলম্বিত পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য ডিএফআই দীর্ঘমেয়াদী-ভিত্তিতে তহবিল সংস্থান করবে এবং এরফলে এ ধরনের প্রকল্পগুলি বেশ কয়েক বছর পর পুনরায় লাভজনক হয়ে উঠবে
- পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অর্থ যোগান ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে ডিএফআই প্রকৃত অনুঘটকের ভূমিকা নেবে। এরফলে, চাহিদার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির নতুন সুযোগ তৈরি করে আর্থিক বিকাশ হার ত্বরান্বিত হবে

সিদ্ধান্ত : অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমে বিদ্যুৎ পরিবহণ ও বন্টন ব্যবস্থার মানোন্নয়নে সংশোধিত খরচে মন্ত্রিসভার অনুমোদন

সুবিধা :

- কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প খাতে আনুমানিক ৯,১২৯ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার খরচ বহন করবে
- পাওয়ার গ্রিড সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে এবং চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে
- অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমে এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে ব্যক্তিপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়বে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বড় অবদান যোগাবে
- স্থানীয় দক্ষ ও অদক্ষ উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে

সিদ্ধান্ত : হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস্ অ্যান্ড হ্যান্ডলুম এক্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত

সুবিধা :

- এরফলে, যে সমস্ত রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার তেমন কাজ হচ্ছে না এবং উৎপাদন খাতে উপার্জনের সংস্থান নেই, সেইসব ক্ষেত্রে কর্মীদের বেতন/মজুরি বাবদ সরকারের ব্যয় কমবে। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ থেকে হ্যান্ডিক্র্যাফ্টস্ অ্যান্ড হ্যান্ডলুম এক্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে লাগাতার লোকসান হয়ে আসছে। এমনকি, সংস্থাটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও হচ্ছিল না। এই সংস্থাটির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাও ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই, সংস্থাটি বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- বর্তমানে এই সংস্থায় স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ৫৯ এবং ৬ জন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে রয়েছেন। এদের প্রত্যেককেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী স্বেচ্ছাবসর বা ভিআরএস সুবিধা গ্রহণে সুযোগ দেওয়া হবে। ■

টিকাকরণে ভারত
বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে

করোনার বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে ভারত খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে, যাতে এই ভাইরাস সংক্রমণের গতি প্রতিরোধ এবং সাধারণ মানুষের জীবনে এর প্রভাব হ্রাস করা যায়। অন্যদিকে, টিকাকরণ অভিযান আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দেশে এখন ৪৫ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেক নাগরিককে টিকা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির সুবিধা সারা বিশ্বের প্রশংসা পাচ্ছে

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেবল 'টেস্টিং, ট্র্যাকিং এবং ট্রিটিং' (টি-৩) পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে না, সেই সঙ্গে টিকাকরণ অভিযানকেও আরও সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এখন সরকার শারীরিক উপসর্গহীন ৪৫ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেককের টিকাকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে সুনির্দিষ্ট কিছু উপসর্গবিশিষ্ট ৪৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের টিকা দেওয়া হচ্ছিল। টিকা গ্রহীতা সুফলভোগীদের (৪৫-৫৯ বছর বয়সী) টিকা নেওয়ার জন্য নথিভুক্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হচ্ছিল। সরকার পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বলেছে, দেশে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন (দুটিই সমান কার্যকরি) – এই দু'ধনের টিকার কোনও ঘাটতি নেই। টিকার কার্যকরিতা প্রমাণের জন্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কোভ্যাকসিন টিকা নিয়েছেন। এদিকে সরকার বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মতো করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রণকৌশলে কিছু পরিবর্তন করছে। এই প্রেক্ষিতে কোভিশিল্ড টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ব্যবধান ৪-৬ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ৪-৮ সপ্তাহ করা হয়েছে। টিকাকরণ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা গোষ্ঠী (এনআইটিএজি) এবং কোভিড-১৯ টিকাকরণ সংক্রান্ত জাতীয় বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর (এনইজিভিএসি)

সম্পর্কে আপনার জানা প্রয়োজন

টিকাকরণের নতুন বিধি

- কোভিশিল্ড টিকার দুটি ডোজের মধ্যে ফারাক ৪-৬ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ৪-৮ সপ্তাহ করা হয়েছে। ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে টিকা নেওয়া হলে সুরক্ষাকবচ আরো শক্তিশালী হয়
- যদি টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার দিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে যে কোন দিন টিকা নিতে পারেন। এজন্য তাকে টিকার ডোজ নেওয়ার দিন স্থির করতে www.cowin.gov.in ওয়েবসাইটে নাম নথিভুক্ত করতে হবে
- এখন ৪৫ বছরের বেশি বয়সী যে কোন ব্যক্তিই করোনা টিকা নিতে পারেন
- ১৯৭৭-এর পয়লা জানুয়ারির পূর্বে জন্মগ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি টিকা নিতে পারেন
- কো-উইন অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন রেজিস্টেশন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে
- টিকাকরণ কেন্দ্রে ২০২১-এর পয়লা এপ্রিল থেকেই নাম নথিভুক্তিকরণ শুরু হয়েছে
- যদি কোন হাসপাতাল টিকাকরণের পদ্ধতি, টিকাকরণের পর সার্টিফিকেট এবং টিকাকরণ সম্পর্কিত নীতি-নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে তাহলে যে কোন ব্যক্তি নিঃশুল্ক নম্বর ১০৭৫-এ যোগাযোগ করে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন
- দেশে টিকার কোন ঘাটতি নেই। তাই অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই

করোনা সংক্রমণের ঘটনা পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এখনও জরুরী

করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা পুনরায় বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। মহারাষ্ট্রে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় করোনায় আক্রান্তের ঘটনা লক্ষ্যণীয় ভাবে বেড়েছে । দেশে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১,০৩,৭৯৪। এরমধ্যে কেবল মহারাষ্ট্রেই আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪,০৭৪। মহারাষ্ট্রের সমস্ত জেলায় নৈশকালীন কার্ফিউ জারি করা হয়েছে।

৭,৪১,৮৩০
সুস্পষ্টভাবে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা

১,১৬,৮২,১৩৬	১,৬৫,১০১	৯২.৮০%
সুস্থ হওয়া রোগী	মৃত্যুর সংখ্যা	সুস্থতার হার

মৃত্যু হার : ১.৩১%

৪ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত

৭,৯১,০৫,১৬৩
ব্যক্তির টিকাকরণ হয়েছে
৫ এপ্রিল বেলা ১টা পর্যন্ত

ভ্যাকসিন মৈত্রী : ভারত ২৯ মার্চ পর্যন্ত ৮৪টি দেশে ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজার করোনা টিকার ডোজ পাঠিয়েছে। এরমধ্যে ১কোটি ৫ লক্ষ ডোজ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ, শান্তিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিকার ২ লক্ষ ডোজ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বে স্বাস্থ্য-রোগীকল্যাণ কেন্দ্রগুলি প্রস্তুত হয়েছে

এই প্রথম ভারতে কোন একটি সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর ফল স্বরূপ ২০২১-এর ৩১ মার্চ-এর ১০ দিন আগেই ৭০,০০০ আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য-রোগীকল্যাণ কেন্দ্র চালু হয়েছে। ২০২১-এর ২১ মার্চ পর্যন্ত চালু হওয়া এধরনের কেন্দ্রের সংখ্যা ৭০,০১৫টি। এই রোগীকল্যাণ কেন্দ্রগুলি চালু হওয়ার ফলে ৪০.৩৫ কোটির বেশি মানুষ উপকৃত হবেন।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে দেশে বড় সাফল্য

দেশে করোনা মহামারী আঘাত হানার কয়েক মাস আগে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। ই-সঞ্জিবনী টেলিমেডিসিন পরিষেবায় ৩০ লক্ষের বেশি চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু রয়েছে এবং দৈনিক ৩৫,০০০-এর বেশি রোগী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ নিচ্ছেন। ই-সঞ্জিবনী ওপিডি ব্যবস্থার মাধ্যমে ২১ লক্ষের বেশি রোগীকে চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরামর্শ মেনে সরকার করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই কৌশল গ্রহণ করেছে। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে দেশে অ-সংক্রামক অসুখ-বিসুখের দরুণ অকালমৃত্যু অনেকাংশে ঠেকানো গেছে। এজন্য রাষ্ট্রসংঘের ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট (ইউএনআইটিএআর) প্রশংসা করে বলেছে অসংক্রামক অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিশ্বকে ভারত নেতৃত্ব দিচ্ছে। ■

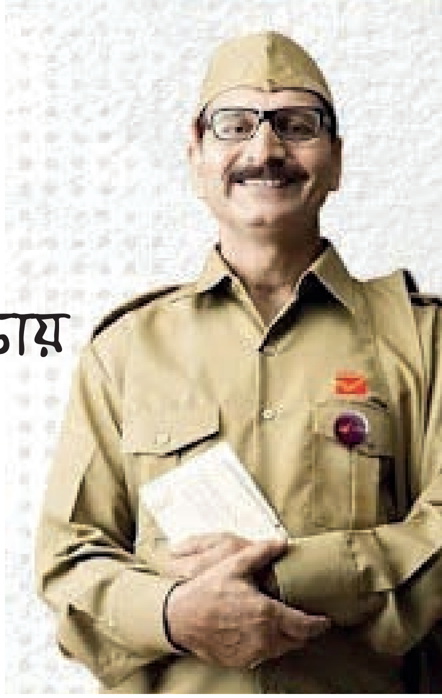

পোস্টাল ব্যাঙ্ক | আপনার ব্যাঙ্ক, আপনার দোরগোড়ায়

২০১৮-র ১ সেপ্টেম্বর নিজের অ্যাকাউন্ট খোলার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের (আইপিপিবি) সূচনা করেন। এরও আগে অর্থ ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করতে জিএসটি, আধার ও জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলার মত একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক চালু করার উদ্দেশ্যই ছিল ১.৫৫ লক্ষের বেশি ডাকঘর এবং ৩ লক্ষ ডাকসেবকের সুবিন্যস্ত নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলে মানুষের কাছে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া

তামিলনাড়ুর মুগায়ুর (থুপু) গ্রামের বাসিন্দা সুন্দরম প্রবীণ নাগরিক এবং দৈহিক দিক থেকে সক্ষম নন। সরকারি ব্যাঙ্কের শাখাটি তাঁর গ্রাম থেকে অন্তত ১০ কিলোমিটার দূরে। তাই সুন্দরমের মত একজন প্রবীণ ব্যক্তির কাছে টাকা তোলার জন্য বারবার ব্যাঙ্কে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর এই সমস্যা উপলব্ধি করে পোস্টমাস্টার অরুণ সেলভা কুমার সুন্দরমকে ডাকঘরের আধার উপযোগী পেমেন্ট পরিষেবা সম্পর্কে জানান। এখন সুন্দরমকে ব্যাঙ্কের ওই শাখা থেকে টাকা তোলা বা টাকা তোলার ফর্ম পূরণ করে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মীদের অনুরোধ করতে হয় না। এখন তিনি খুব সহজেই তাঁর বাড়িতে আসা ডাকসেবকের কাছে থাকা বায়োমেট্রিক যন্ত্রে আঙুলের ছাপ দিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন। বর্তমানে দেশে কোটি কোটি মানুষ আঙুলের ছাপ দিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে বাড়িতে বসেই টাকা সংগ্রহ করছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক, রাঁচি ও রাইপুর জেলায় একই সঙ্গে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক পরিষেবার সূচনা করে। এখন এই পরিষেবা প্রতিটি জেলায় পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার দোরগোড়ায় ব্যাঙ্ক

আপনি যদি অ্যাকাউন্ট খুলতে চান বা অন্যান্য ব্যাঙ্কিং সুযোগ-সুবিধা নিতে চান তাহলে ডাকসেবক একটি এসএমএস-এর মাধ্যমে যোগাযোগের অব্যবহিত পরেই হাজির হবেন। আপনার পাঠানো একটি এসএমএস এই পরিষেবা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। যে সমস্ত ব্যক্তি কোন কারণে ডাকঘরে উপস্থিত হতে পারেন না, তাদের কাছে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক অত্যন্ত কার্যকর হয়ে উঠেছে। এমনকি ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক সাধারণ মানুষের জন্য এক বিশ্বাসযোগ্য ও সহজ পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বর্তমানে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ১,৩৬,০৭৮টি ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের সুবিধা গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের জন্য ২৫,২৫৯টি কাউন্টার খোলা হয়েছে। এখন সারা দেশে ২.৯০ লক্ষের বেশি ডাকসেবক মোবাইল ফোন ও বায়োমেট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে গ্রাহকের দোর গোড়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন।

করোনা মহামারীর সময় পোস্টাল ব্যাঙ্কিং-এর ভূমিকা

- **লকডাউনের সময় এবং প্রথম পর্যায়ে আনলকের সময় কোর ব্যাঙ্কিং পরিষেবা (সিবিএস) :**

  ডাকঘর সেভিং অ্যাকাউন্টগুলিতে ৪৮.৮২ কোটির বেশি লেনদেন বাবদ ৯.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তরিত।
- **ডাকঘর সেভিং অ্যাকাউন্টগুলি থেকে ১.০৬ কোটি লেনদেনের মাধ্যমে এটিএম থেকে ৩,৫৫০ কোটি টাকার বেশি তোলা হয়েছে।**
- **করোনা আঘাত হানার পূর্বে ২০১৯-এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২০-র ২৪ মার্চ পর্যন্ত আধার উপযোগী ২৫.৭ লক্ষ পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে ৮৪৮ কোটি টাকার বেশি হস্তান্তরিত।**

এই প্রথম যে দুটি পরিষেবার সূচনা হয়েছে ....

- **ডাকসেবক এবং গ্রামীণ ডাকঘরের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের দোর গোড়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।**
- **একই সঙ্গে নগদ এবং ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত**

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক সারা দেশে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম করেছে। এখন আমরা গ্রামগুলিতে দরিদ্র মানুষের দরজায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করছি। আপনার দুয়ারে আপনার ব্যাঙ্ক-এটাই আমাদের অঙ্গিকার

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সদ্য সংশোধিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যারা সচেতন নন, তাদেরকেও পরিপূরক পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

পোস্টাল ব্যাঙ্কের ইতিহাস

সেটা ছিল ১৮৩৩, যখন দেশের প্রথম সরকারি সেভিং ব্যাঙ্ক কলকাতায় চালু হয়েছিল। এরপর একাধিক সরকারি ব্যাঙ্ক যেমন – জেলা ব্যাঙ্ক, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে ব্যাঙ্ক এবং রেজিমেন্টাল ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছিল। পরে, ১৮৭৩-এ সরকারি সেভিংস ব্যাঙ্ক আইন কার্যকর করা হয়। ব্যাঙ্কগুলিকে আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে এই আইন। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পর এটা উপলব্ধি করা হয় যে, সাধারণ মানুষের আমানতকে আরও বেশি সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে সূচনা হয় ন্যাশনাল সেভিংস অর্গানাইজেশনের (এনএসও)। এর তিন দশক পর পোস্টাল ব্যাঙ্ক চালু করার পরিকল্পনা হয়, যাতে গ্রামে ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে বসবাসকারী মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। ১৯৮২-র পয়লা এপ্রিল থেকে ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজকর্ম শুরু হয়। এরপর, জেলা ব্যাঙ্ক, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে ব্যাঙ্ক ও রেজিমেন্টাল ব্যাঙ্কগুলিকে পর্যায়ক্রমে ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হয়। ভারতে ডাকঘর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার এটাই ছিল সূচনা। এখন ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক এই পরিষেবাকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

আপনি যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এছাড়াও নিকটবর্তী ডাকঘরে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা রয়েছে। ■

বর্তমানে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা চালু রয়েছে

- **ডাকঘর সেভিংস অ্যাকাউন্ট(এসবি)** : আপনি ডাকঘরে কেবল ৫০০ টাকার বিনিময়ে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন
- **৫ বছর মেয়াদি ডাকঘর রেকারিং ডিপোজিট (আরডি) প্রকল্প** : ডাকঘরের মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদি ম্যাচুরিটির সুবিধা সহ মাসিক ন্যূনতম ১০০ টাকার বিনিময়ে আরডি সুবিধা
- **ডাকঘর টাইম ডিপোজিট (টিডি) প্রকল্প** : ডাকঘরে ন্যূনতম ১,০০০ টাকার বিনিময়ে টাইম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি ৫ বছর মেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ৮০সি ধারার আওতায় কর ছাড়ের সুবিধা নিতে পারেন
- **ন্যাশনাল সেভিংস মান্থলি ইনকাম স্কিম (এমআইএস)** : প্রতি মাসে ১০০০ বা তার বেশি টাকা জমা করা যেতে পারে। ডাকঘর থেকে মান্থলি ইনকাম স্কিমে বার্ষিক সুদের হার ৬.৬ শতাংশ
- **সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম** : ৬০ বছরের বেশি বয়সী যে কোন ব্যক্তি অথবা ৫৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত যে কোন সরকারি কর্মচারী অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। সুদের হার ৭.৪ শতাংশ
- **পাবলিক প্রোভিডেন্ট ফান্ড** : একজন ব্যক্তি একটি অর্থবর্ষে ন্যূনতম ৫০০ টাকা এবং সর্বাধিক ১,৫০,০০০ টাকা জমা করতে পারেন। আয়কর আইনের ৮০সি ধারার আওতায় কর ছাড়ের সুবিধা রয়েছে
- **সুকন্যা সমৃদ্ধি প্রকল্প** : একজন ন্যূনতম ২৫০ টাকা থেকে সর্বাধিক ১,৫০,০০০ টাকা একটি অর্থবর্ষে জমা করতে পারেন। এই প্রকল্পেও কর ছাড়ের সুবিধা রয়েছে
- **ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট** : সর্বাধিক বিনিয়োগের কোন সীমা নেই। মেয়াদ উত্তীর্ণের সময় ৫ বছর
- **কিষাণ বিকাশ পত্র** : একজন ন্যূনতম ১,০০০ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। ৬.৯ শতাংশ সুদের হারে বিনিয়োগের অর্থ ১২৪ মাস পর দ্বিগুণ হবে
- **ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার** : অর্থ সংগ্রহণ বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনলাইন সুবিধা।

এছাড়াও একজন ন্যাশনাল পেনশন স্কিম এবং দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন।

সড়ক পার্শ্বের সুবিধার নতুন সূচনা

সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি ভ্রমণকারী ও যান চালকদের সুবিধার্থে রাস্তার ধারে বিশেষ বন্দোবস্ত বা পরিকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। যার লক্ষ্য এক দেশ, এক কর নীতি। যা ভ্রমণকারী বা পর্যটকদের বিনাবাধায় চলাচলের সুবিধা দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো বেশি করে নতুন কর্মসংস্থানের সুবিধা ও নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বদ্ধ পরিকর

"সড়ক পথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে শৌচালয় থাকা প্রয়োজন" বক্তব্য ইন্দুর, যে মহাসড়ক দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করে। অন্যদিকে যদুবীর সিং চান একটু ভালো থাকার ব্যবস্থা। আবার হোসেন আব্বাস খুশি হন যদি একটু ভালো খাবারের হোটেল মেলে। অন্যদিকে আবার ট্রাক ড্রাইভার হরিরাম, যে মাল পরিবহণে বেশির ভাগ সময়েই রাতের পর রাত বাড়ি ছেড়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেয়, তার প্রয়োজন একটু ভালো খাওয়া, স্নানের ব্যবস্থা ও পার্কিংএর সুবিধা। যেখানে তার মতো আরো অনেক চালকেরা নিশ্চিন্তে ৪ – ৫ ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা করতে পারবেন। অন্য আর এক ট্রাক ড্রাইভার জিতেন্দ্র চৌহান বলছেন, মহাসড়কের ৪০ – ৬০ কিলোমিটার দূরত্বে সড়কের ধারে এমন সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

ইন্দু, যদুবীর ও ট্রাক ড্রাইভার হরিরাম এবং জিতেন্দ্র, যারা জাতীয় সড়কে এমন সুবিধা পাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, তা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) –র উদ্যোগে সড়কের ধারে বিশ্বমানের স্বাচ্ছন্দ্য যুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠছে। যে কোনো গাড়ির চালক, ট্রাক চালক এবং খালাসি, সকলের জন্যই এই বিশ্বমানের সহায়তা প্রদানকারী পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। বিশ্বমানের নির্দেশিকা মেনেই এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি ৪০ – ৬০ কিলোমিটার দূরত্বে মহাসড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়ের ধারে গড়ে তোলা হচ্ছে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সহায়ক কেন্দ্র। এনএইচএআই – এর পরিকল্পনা হল সড়ক পাশ্ববর্তী স্থানে বিশ্বমানের গ্রীড ও ট্রাক করিডর এবং গ্রীণ ফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা। এই পরিকাঠামোগত সুবিধার মধ্যে থাকছে পেট্রোল পাম্প, ফুড কোর্ট, রেস্তোরাঁ, ধাবা, দোকান, ওষুধের দোকান এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও হস্তশিল্পের বাজার ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার। আগামী ৫ বছরে দেশের প্রায় ৬০০টি স্থানে এই ধরণের সুবিধাযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

এনএইচএআই, ভারত মালা পরিযোজনা নামের এই অন্যতম বৃহৎ পরিকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় দেশের বহু মহাসড়ক ও এক্সপ্রেসওয়েগুলির উন্নতি ঘটানো হচ্ছে। মহাসড়কগুলির ধারে উন্নত সুবিধার

মহাসড়ক নির্মাণে তিনগুণ গতি বৃদ্ধি

মহাসড়ক নির্মাণে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ইতিহাস গড়েছে। এক দিনে ৩৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে তারা। ২০১৪য় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সরকারে আসার আগে এই সড়ক নির্মাণের গতি ছিল এক দিনে ১২ কিলোমিটার মাত্র। সংক্ষেপে বলতে গেলে মহাসড়ক নির্মাণে গতি তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিগত ৬ বছরে। শুধু তাই নয়, ২০২০ - ২১ অর্থবর্ষে ১২,২০৫ কিলোমিটারেরও বেশি মহাসড়ক নির্মাণের মাইল ফলক স্থাপন করেছে।

মাত্র ১৮ ঘন্টায় ২৫ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণ করে লিমকা বুক রেকর্ড তৈরি করেছে এনএইচএআই

সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে এনএইচএআই এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিজাপুর - সোলাপুর গামী এনএইচ - ৫২ চার লেনের রাস্তার ২৫.৪৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি লেন তারা তৈরি করেছে ১৮ ঘন্টায়। এই সাফল্য এনএইচএআই -কে লিমকা বুক অফ রেকর্ডে তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে। সোলাপুর - বিজাপুর ১১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই জাতীয় সড়কে গত বছরেই উদ্বোধন হয় এবং আশা করা যাচ্ছে, চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই এর কাজ সম্পূর্ণ হবে।

ভ্রমণ ও পর্যটনের বিকাশ

পর্যটকদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাবার সময় রোড ট্যাক্স দিতে অহেতুক তাদের অনেকটা সময় নষ্ট হতো। তাদের সুবিধার্থে সরকার, একটি অভিন্ন রোড ট্যাক্স চালুর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালে ভারত সরকার, একটি নতুন প্রকল্প নেয়, যেটি হল অল ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট ভেহিকেল অথরাইজেশন অ্যান্ড পারমিট রুলস ২০২১। যেটি পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে। যা দেশের পর্যটনের আরো বেশি বিকাশ ঘটাবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটনে যুক্ত যান চালকরা অনলাইন পারমিটের জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন।

এনএইচএআই, আগামী ৫ বছরে দেশের ৬০০টি স্থানে মহাসড়কের ধারে যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। যেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা পাওয়ার নতুন সুযোগ করে দেবে। ট্রাক চালকদেরও প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের মিলবে।

- নীতীন গড়করি, কেন্দ্রীয় সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী

ব্যবস্থা করার জন্য সরকার, ৫.৩৫ লক্ষ কোটি টাকার ভারতমালা পরিযোজনা গ্রহণ করেছে।

সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের সুবিধা

সড়কের ধারে উন্নত সহায়তা যুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ৩০০০ হেক্টর জমি নেওয়া হয়েছে। উত্তর ভারতে ৬৭টি, পূর্ব ভারতে ৪০টি, পশ্চিমে ২৯টি, দক্ষিণে ৪৫টি এবং ৯৪টি দিল্লি – মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়েতে এবং ৩৭৬টি গ্রীণফিল্ড এক্সপ্রেস হাইওয়েতে ইতিমধ্যেই তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

ট্রাক চালকদের বিশ্রামের জায়গা

ট্রাক চালকদের সুবিধার জন্য তাদের বিশ্রামের জায়গা করা হবে। যাতে তারা একটু ভালোভাবে বিশ্রাম নিতে পারেন, তারও ব্যবস্যা করা হবে। তবে, তাদের ট্রাক ও তাতে থাকা মালপত্রের সুরক্ষারও ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে মহাসড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে। কারণ ঠিকভাবে ঘুমাতে না পারার কারণেই বেশিরভাগ সময় দুর্ঘটনা ঘটে। যান চালকদের জন্য ডর্মিটরির পাশাপাশি জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে।

স্থানীয় হস্ত ও কারুশিল্পকেও তুলে ধরা হবে

হাট বাজারগুলিতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের হস্ত ও কারুশিল্প বিক্রিরও সুযোগও পাবেন।

ব্যবসায়ীদের সহায়তা

সড়ক পাশের নির্মিত এই অত্যাধুনিক পরিকাঠামো কেন্দ্রগুলিতে ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করতে উপযুক্ত ছাড় দেওয়া হবে। ধাবা, রেস্তোরাঁ, জ্বালানী স্টেশন, হোটেল এবং মোটেল, এই সব ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্নদের সুযোগ মিলবে।

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের লক্ষ্য হল, সড়ক ব্যবহারকারীদের আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া। এই উদ্যোগ মহাসড়ক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের একটি আকর্ষণীয় সুযোগ তৈরি করবে। যা আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে সুদূর প্রসারী করবে। ■

স্থায়ী ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব

একই ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অভিন্ন ভালোবাসা ভারত – বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার বার্তায় বলেছেন, ভারত – বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবি হোক। (ভারত – বাংলাদেশ বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী (হোক) ২৬ – ২৭ শে মার্চ, ২ দিনের ঢাকা সফরে বাংলাদেশের জাতীর জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন ও স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০তম বর্ষপূর্তিতে অংশ নেন। ভারত – বাংলাদেশ সম্পর্ক এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

ভারতই হল প্রথম দেশ, যে ১৯৭১ –এর বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। প্রতিবেশী এই দেশটির অগ্রগতির যাত্রাপথে ভারত, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। করোনা মহামারিতে সারা বিশ্বের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও বাংলাদেশের এই সম্পর্ককে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিবেশী দেশ যখন তাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে এবং দেশের রূপকারের জন্মশতবর্ষ পালন করছে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফর তাঁর প্রতিবেশী প্রথম (নেবার ফাস্ট) নীতি পরিলক্ষিত হয়। ২৬ ও ২৭শে মার্চ, এই ২ দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী দু-দেশের মধ্যে আর্থ – সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক নতুন দিক উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। ওরাকান্দিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গেও কথা বলেন ও ঠাকুরবাড়ি মন্দিরে প্রার্থনা করেন। দু-দেশে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশ তাদের উন্নয়নে ভারতবর্ষের কাছ থেকে দীর্ঘস্থায়ী সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। দু – দেশই পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে। উভয় দেশই একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর

করেছে। ভারত, বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছে, প্রতিবেশী বাংলাদেশের উন্নয়নে একজন শক্তিশালী সহকারী হিসেবে পাশে থাকবে।

এর ফলে খুব সহজেই বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক বার্তায় তিনি বলেছেন, যে "আমি খুশি যে কোভিড – ১৯ মহামারির পর আমার প্রথম বিদেশ সফর আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী দেশে, যার সঙ্গে এদেশের ভাষাগত, সংস্কৃতিগত এবং মানুষে মানুষের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে।" অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র দ্য ডেলি স্টার –এ একটি আর্টিকেল লেখেন তিনি। যেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এক অন্য দক্ষিণ এশিয়া গড়ে তোলা। যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ভারত, সব সময় বাংলাদেশের সহকারী হিসেবে থাকবে। কারণ দু – দেশই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগোতে চায়। যা বঙ্গবন্ধু ও লক্ষাধিক বাংলাদেশী দেশপ্রেমিক ও হাজার হাজার ভারতবাসীর সর্বত চেষ্টা ছিল।

ঐতিহ্য ও উভয় দেশের চ্যালেঞ্জগুলির সমন্বয়

বাংলাদেশের ৫০তম স্বাধীনতা দিবস পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভারত – বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় দু – দেশের ঐতিহ্য ও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিষয়গুলিকে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দুটি দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। দু –দেশই তাদের ঐতিহ্য, উন্নয়ন এবং লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য গৃহীত চ্যালেঞ্জগুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান – প্রদানের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। প্রধানমন্ত্রী, ১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, তিনি নিজেও বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ে আমার অংশগ্রহণ আমার জীবনে প্রথম কোনো আন্দোলনে অংশ নেওয়া। তখন আমার বয়স ২০ বা ২২ বছর। আমি, আরো কয়েকজনের সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছিলাম।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য যদি দু – দেশের মধ্যে সম্ভবনাময় সুযোগ তৈরি করে, সেক্ষেত্রে পর্যটন আরো একটি বৃহৎ সম্ভবনার ক্ষেত্র রয়েছে দু – দেশের সামনে। তিনি বাংলাদেশের ৫০ জন উদ্যোগপতিকে ভারতে এসে নতুন উদ্যোগ ও অভিনব ব্যবস্থাপনায় ভারতের উদ্যোগ ক্ষেত্রে যুক্ত হতে আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের ৫০ তম কূটনৈতিক সম্পর্কের বর্ষপূর্তিতে সেখানকার ছাত্রদের জন্য সুবর্ণজয়ন্তী বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী কালো খাদি মুজিব জ্যাকেট পরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান। মুজিব জ্যাকেট হল হাতকাটা গলাবন্ধযুক্ত দুটি পকেট সম্বলিত সেই জ্যাকেট, যা ওস্তাগরের হাতে নির্মিত। ভারতের খাদি গ্রামোদ্যোগের পক্ষ থেকে ১০০টিরও বেশি মুজিব জ্যাকেট ঢাকাকে পাঠানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানের জন্য।

যশোরেশ্বরী মন্দিরে প্রার্থনা

সাতক্ষিরায় যশোরেশ্বরী মন্দিরের সংরক্ষণের কাজ প্রধানমন্ত্রীর সফরের দু দিন আগেই শেষ হয়েছে। মন্দিরটি নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে। এই মন্দিরটি দেবী দুর্গার ৫১টি শক্তিপীঠের একটি পীঠ। প্রধানমন্ত্রী এই মন্দিরে মা কালীর পূজা-অর্চনা করেন। ওরাকানদ্বীপে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের সামনে তিনি বক্তব্য রাখেন। এই সেই স্থান, যেখান থেকে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, তার সমাজ সংস্কার ও শান্তি এবং সৌহার্দের বার্তা প্রচার শুরু করেছিলেন।

বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার বাংলাদেশ সফরকালে

বিশ্বাসের পথে দৃঢ় সম্পর্ক

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা

২০২০ সালের পর থেকে দু – দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা তৈরি হয়েছে। ভারতীয় সেনা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষিত ঘোড়া ও কুকুর উপহার দিয়েছে। বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের বৃত্তি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প চালু করেছে

নিরাপত্তা ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা

- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৪,০৯৬.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থল সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ১১১৬.২ কিলোমিটার জলসীমান্ত
- বাংলাদেশের শীর্ষ নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের মাটিতে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করবে না
- ২০১৫র জুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরে দু-দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়
- ২০১৪র ৭ই জুলাই রাষ্ট্রসংঘের ট্রাইবুনাল অনুযায়ী দু-দেশের মধ্যে জলসীমান্ত নিষ্পত্তি হয়, যা বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে দু-দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো লাভদায়ক করেছে
- দু-দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদী রয়েছে। ১৯৭২ এর জুন মাস থেকে দু-দেশের মধ্যে কার্যকর রয়েছে দ্বিপাক্ষিক যুগ্ম নদী কমিশন কাজ করছে। যারা ও নদীপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সবচেয়ে উপযোগী করে তুলেছে। গঙ্গা জলচুক্তি সন্তোষজনকভাবে কার্যকর রয়েছে

যোগাযোগ ব্যবস্থা

- ২০২০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দু-দেশের প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের চিলাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ি পর্যন্ত রেলপথের সূচনা করেছেন
- বাংলাদেশের মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেসের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে
- ঢাকা - শিলিগুড়ি - গ্যাংটক - ঢাকা এবং ঢাকা - শিলিগুড়ি - দার্জিলিং - ঢাকা বাস পরিষেবা চালু হয়েছে ২০১৯এর অক্টোবরে
- ২০২১ এর ৯ই মার্চ চালু হওয়া মৈত্রী সেতু ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের রামগড়কে যুক্ত করেছে

অর্থনৈতিক - বাণিজ্যিক

- দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ, ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য সহযোগী, আর ভারত, বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী দেশ
- বিগত কয়েক বছরে ভারত, বাংলাদেশে রপ্তানির পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ তে রপ্তানির পরিমাণ ৮.২ বিলিয়ন ডলার। যেখানে আমদানী ১.২৬ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে
- বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দু-দেশ একটি নতুন পরিচিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ, ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারতকে রপ্তানি করছে

দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ

- ২০১৯ এর পর থেকে মুসৌরিতে ১৮০০রও বেশি বাংলাদেশের প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গর্ভন্যান্স (এনসিজিজি)
- ২০১৭র পর থেকে পুলিশ অফিসার ছাড়াও ১৫০০ আইনী পরিষেবা বিষয়ক কাজে যুক্ত বাংলাদেশের অফিসাররা এদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ২০০রও বেশি বাংলাদেশী ছাত্র বৃত্তি নিয়ে ভারতে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন

সে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও মিলিত হন। বিদেশমন্ত্রক সূত্র অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, শাসকদলের মহাজোটের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব ও বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। বোরা জনগোষ্ঠীর নেতারা ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ভারত প্রদত্ত করোনা ভ্যাক্সিনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য মৈত্রী ও সহযোগিতার উপহার হিসেবে ১২ লক্ষ ডোজ করোনা ভ্যাক্সিন দিয়েছেন। সহযোগিতার উপহার স্বরূপ বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য।

দু – দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও মতবিনিময়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ

করোনা মহামারির মতো কঠিন সময়েও ভারত – বাংলাদেশ সম্পর্ক মজবুত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একে

অপরকে নতুন বর্ষের শুভেচ্ছা জানান। যদিও প্রধানমন্ত্রী আগেই ২০২০র ১৭ই মার্চ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এপ্রিলের ২৯ রমজানে এবং ২৫শে মে ঈদের দিনে তিনি শুভেচ্ছা জানান। ২০২০র ১৭ই ডিসেম্বর দু-দেশের প্রধানমন্ত্রী, হাইড্রোকার্বণ কৃষি, বাণিজ্য, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সম্পন্ন হয়। দু-দেশের বিদেশ মন্ত্রক, যৌথ পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করে গান্ধীজির ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ, ২০১৯ সালে ৩০শে মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয়বারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেসরা অক্টোবর থেকে ৬ই অক্টোবর ৪ দিনের ভারত সফরে আসেন। ২০১৯ এর ২২শে নভেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারত - বাংলাদেশ পিঙ্ক বল ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ দেখতে কলকাতায় আসেন। ২০১৯ এর সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে দু - দেশের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। দু - দেশই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন, যার মধ্যে ছিল পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পারমাণবিক শক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি।

বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় নগারিকরা

বাংলাদেশের প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় রয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই রেডিমেড জামাকাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং তারা অনেক বহুজাতিক অনেক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। ■

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণটি শোনার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

বঙ্গবন্ধু ও সুলতান কাবুস গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হলেন

বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০ সালে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের মরণোত্তর গান্ধী শান্তি পুরস্কার পান ওমানের সুলতান কাবুস বিন সৈয়দ আল সৈয়দ।

বঙ্গবন্ধুর লড়াই সর্বজন স্বীকৃত

একথা বলাই যায়, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান, শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলাদেশের মানুষ, তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছে। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গান্ধীজির পথ অনুসরণ করার জন্য। যখন বাংলাদেশ, মুজিব বর্ষ পালন করছে, সেই বছরই ভারতবর্ষ শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ভারত সরকার, প্রতিবছর গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান করছে। যেটি গান্ধীজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী থেকে চলে আসছে।

সুলতান কাবুস : ভারত - ওমান সম্পর্কের রূপকার

হিজ ম্যাজিস্টি সুলতান কাবুস বিন সৈয়দ আল সৈয়দ একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্ট্রা নেতা, যিনি সারা বিশ্বে স্বীকৃত তার আধুনিকীকরণ এবং মধ্যস্ততার মতো যুগ্ম নীতির জন্য, যেটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। আঞ্চলিক স্তরের বিভিন্ন বিরোধ এবং দ্বন্দের শান্তিপূর্ণ সমাধানে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুলতান কাবুস, ভারত - ওমান, দু - দেশের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের রূপকার। তিনি ভারতবর্ষে পড়াশুনা করেছেন এবং আজীবন ভারতের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক রক্ষা করে গেছেন। ভারত ও ওমান কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরি হয়েছে তার নেতৃত্বেই।

সরকারী আধিকারিকরা

যারা সবসময় জাতির সেবায় নিয়োজিত

"আপনারা কেবলমাত্র একটি চাকরি বা নিজেদের উন্নতির জন্য এই পথ বাছেন নি। সেবাই পরম ধর্ম - এই মন্ত্র নিয়েই এই কাজে যোগ দিয়েছেন। আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং স্বাক্ষর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করবে। তাই সব সময় চিন্তা করবেন, আপনার সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতিকে প্রভাবিত করবে

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, যিনি লৌহমানব বলে পরিচিত, তাঁর কথা অনুযায়ী সরকারের নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৪৭ সালের ২১শে এপ্রিল, দিল্লির মেটকাফ হাউসে দেশের সরকারী আধিকারিকদের প্রথম ব্যাচের অফিসারদের উদ্দেশে তিনি এই কথা বলেছিলেন

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হওয়া ফসলের ক্ষয়ক্ষতির জন্য সরকার, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব হল এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করা। কিন্তু পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা প্রশাসন এই কাজটি এক অপ্রত্যাশিতভাবে চালু করেছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার সুফল পাওয়ার জন্য প্রতিটি কৃষকের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে বৈদ্যুতিন ও সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়েছে। অনুরূপভাবে হরিয়ানার সোনিপেটও প্রশংসনীয় কাজ করেছে। সক্ষম যুব যোজনার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করায় ৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের চালু করা সক্ষম যুব যোজনায় জেলা প্রশাসন স্তরে অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল প্রদানকারীর সংখ্যা ৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্প চালুর আগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন মানুষকে ডিজিটাল পেমেন্ট সম্পর্কে সচেতন করতে জেলা প্রশাসন ১০ লক্ষেরও বেশি এসএমএস –এর মাধ্যমে বার্তা পাঠায়। এছাড়াও আরো অনেক প্রচার কর্মসূচী সমাজ মাধ্যম ও ভিডিওর মাধ্যমে চালানো হয়। প্রশাসনের এই দৃষ্টান্তমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তারা ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসন উৎকর্ষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

একথা মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সরকার, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। যেগুলি প্রয়োগ বা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের। সরকারী আধিকারিকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমলাতন্ত্র এবং বর্তমান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে, সেটি পরিবর্তনের জন্য আপনাদেরকেই এর মোকাবিলা করতে হবে। কেন এই নেতিবাচক মূল্যায়ন আমাদের শুনতে হবে। আমাদের বেশিরভাগ আধিকারিকরাই কঠোর পরিশ্রমী এবং গ্রহণযোগ্য। তা সত্ত্বেও এখনও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এক নেতিবাচক মনোভাব রয়ে গেছে।"

২০১৪ সাল থেকে এই মনোভাব পরিবর্তনের জন্য একটি বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যার ফল স্বরূপ সরকারের বহু প্রকল্প জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। সরকারী আধিকারিকদের কাজের

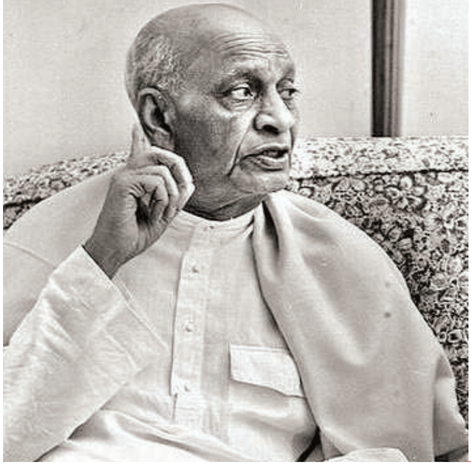

“

সরকারী আধিকারিকরা হলেন সরকারের মুখপাত্র। যারা সরাসরি নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবা দেবার কাজে যুক্ত রয়েছেন। সরকারের ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভর করে সরকারী আধিকারিকদের ওপর। কেননা তাদের উপর নির্ভর করছে কিভাবে তারা নাগরিকদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণ করবেন সেই বিষয়টি। - **সরদার বল্লভভাই প্যাটেল**

সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস

সিভিল সার্ভিস কথাটি এসেছে ব্রিটিশ জমানায়। ওয়ারেন্ট হেস্টিং এর স্থপতি, যা পরবর্তীকালে এর আরো উন্নতি ঘটিয়েছিলেন চার্লস কর্নওয়ালিস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ব্রিটিশ রাজত্বের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসকে পরিবর্তন করে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে পরিণত করেন।

জাতীয় সিভিল সার্ভিসেস দিবস পালনের উদ্দেশ্য

- এর মূল লক্ষ্য হল, সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের কাজ ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাদের আরো উৎসাহিত করা। এই উপলক্ষ্যে সিভিল সার্ভিসেস-এর অধীনে থাকা বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের মূল্যায়ন করছে কেন্দ্রীয় সরকার

- কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এই পুরস্কার কোনো ব্যক্তি অথবা দলকে এই দেওয়া হয়। এই দিনে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজে তাদের সম্মানিত করেন

- সরকার, কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিক গ্রহণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছে। একটি নতুন বৈচিত্র গড়ে উঠেছে সরকারী আধিকারিকদের সক্ষমতা ও সক্রিয়তা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে

পুরস্কারের ব্যবস্থা

নতুন উদ্ভাবন এবং বৃহৎ ইভেন্টগুলির ক্ষেত্রে চালু হয়েছে পুরস্কার প্রদান। প্রধানমন্ত্রী ফলস বীমা যোজনা, দীনদয়াল উপাধ্যায় কৌশল যোজনা, নমামী গঙ্গে যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং ডিজিটাল লেনদেন, এই সব ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকারের জন্য পুরস্কৃত করা হচ্ছে। কারণ নতুন ভারত গড়ার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণে পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

ইচ্ছা ও মনোভাবকে উৎসাহ দিতে প্রাইম মিনিস্টার্স অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসন উৎকর্ষ পুরস্কার চালু করা হয়েছে। যেটি সিভিল সার্ভিসেস ডে তে এমন আধিকারিকদের প্রদান করা হয়, যারা উৎসাহের সঙ্গে জনসেবার কাজ করে। যদিও সিভিল সার্ভিসেস দিবস প্রতিবছরই পালন করে আসা হয়। কিন্তু ২০১৪র পর থেকে এটিতে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন এটি ভারতের অ্যাকডেমি ক্যালেন্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনা সভা হচ্ছে। অনুরূপভাবে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতামানেও বদল ঘটেছে। আগে একজন আধিকারিক, তার ব্যক্তিগত কাজের দক্ষতার বিচারে এই পুরস্কার দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ভিত্তিতে তা দেওয়া হয়। ২০১৬তে যেখানে মাত্র ৭৪টি জেলা এই সমস্ত বিষয়ে তাদের পরামর্শ পাঠিয়েছিল, সেখানে ২০১৭য় সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭৯টি জেলায়। ২০১৮য় সে সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৪৩এ। যা থেকে প্রমাণ হয়, এক বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বলতেই হয় যে ২০১৭ সালে ৫৭৯টি জেলা থেকে ২৩৪৫টি পরামর্শ এসেছিল। সেখানে ২০১৮য় ৬৪৩টি জেলা থেকে ৩০০৯টি প্রস্তাব এসেছে। যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশই পরামর্শই নতুন উদ্ভাবন সম্পন্ন। এই সাফল্যই প্রমাণ করে দেশের ৭৩৬টি জেলার মধ্যে ৭০২টি জেলাই ২০২০ সালে এই কর্মসূচীতে সামিল হয়েছে। ■

জীবন ও পরিবেশ বাঁচাতে মহান উদ্যোগ

মানব জীবনে পরিচ্ছন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাই পরিবেশ ও জীবন রক্ষা খুবই জরুরী। সেই কারণেই বারাণসীর বাসিন্দা রাঘবেন্দ্র জীবন বাঁচাতে নিজের উদ্যোগে হেলমেট বিতরণ করছেন। অনুরূপভাবে কোট্টায়ামে এন এস রাজাপ্পান জলাশয় বাঁচাতে লেকের থেকে নোংরা আবর্জনা পরিস্কার করছেন

হেলমেটের জন্য বই

রাঘবেন্দ্র, পথ দুর্ঘটনায় তার বন্ধুকে হারানোর পর সংকল্প করেছেন, জীবন বাঁচাতে হেলমেট বিতরণ করবেন বইয়ের বিনিময়ে। এখন তিনি বারাণসী শহরে হেলমেট মানুষ হিসেবে পরিচিত। শুধু তাই নয়, হেলমেট গ্রহণকারীকে শপথ নিতে হয়, তিনি হেলমেট ছাড়া গাড়ি চালাবেন না এবং অন্যদেরও তা করতে উৎসাহিত করবেন। তার বন্ধু পথ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর তাকে এতটাই প্রভাবিত করেছে যে, সে সিদ্ধান্ত নেয় যে মানুষকে সজাগ করবেন। তিনি তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিনা পয়সায় হেলমেট বিতরণ প্রচার চালু করেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর ১.৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় পথ দুর্ঘটনায়। যার মধ্যে ৫০ হাজার মারা যান হেলমেট না পরার জন্য।

পরিবেশ বাঁচাতে লেকের আবর্জনা পরিস্কার

কেরালের কোট্টায়ানের এন এস রাজাপ্পান এজন দিব্যাঙ্গ, যিনি চলতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভেম্বানদ লেকে একটি নৌকায় চেপে প্লাস্টিক আবর্জনা তুলে ফেলেন। রাজাপ্পান, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ায় চলতে পারেন না। কিন্তু তিনি তার দুটি হাত লেকের জঞ্জাল পরিস্কারে লাগিয়েছেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাঁর মাসিক মন কি বাত অনুষ্ঠানে রাজাপ্পানের এই দৃষ্টান্তকে সাধুবাদ জানান। সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকৃষ্ট করে ভেম্বানদ লেকের সৌন্দর্য্য। তাঁর এই কঠিন পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা লেকটিকে পরিস্কার রাখার কাজেই নিয়োজিত রয়েছে। রাজাপ্পান তার কাজ ও উদ্যোগের জন্য অন্যদের কাছে এক উৎসাহজনক দৃষ্টান্ত। ■

৬৭ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার - ২০১৯

২০২০র তেসরা মে ৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। করোনা মহামারির জন্য এটি প্রায় এক বছর বিলম্বিত হল। ২০২১ এর ২২শে মার্চ, বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষিত হয়

কঙ্গনা রানাওয়াত

মনিকর্ণিকা - দ্য কুইন অফ ঝাঁসি অ্যান্ড পাঙ্গার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী

কঙ্গনা মনিকর্ণিকা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী ও পরিচালক। যদিও পাঙ্গা চলচ্চিত্রে তিনি একজন অভিনেত্রী মাত্র। কঙ্গনা এর আগেও তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন।

সিকিম সবচেয়ে ভালো চলচ্চিত্র বান্ধব রাজ্য হিসেবে পুরষ্কৃত হয়েছে

মনোজ বাজপেয়ী : শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিন্দি ছবি ভোঁসলের অভিনয়ের জন্যই

ধনুশ : শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তামিল ছবি অসুরণ

বিজয় সেতুপতি : শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা তামিল ছবি, সুপার ডিলাক্স

পল্লবী যোশী : শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী, দ্য টাস্কান ফাইলস

বি প্রাক : পুরুষ বিভাগের শ্রেষ্ঠ গায়ক কেশরী চলচ্চিত্রের গান, তেরি মিট্টি মে-এর জন্য

সাভনি রবীন্দ্র : শ্রেষ্ঠ মহিলা গায়িকা, মারাঠি ছবি বরদো-তে গাওয়া গান রান পিতালার জন্য।

শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবির পুরস্কার : ছিছোঁড় ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয়কারী প্রতায় সুশান্ত সিং রাজপুত

চলচ্চিত্র পুরস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা পাড়ার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করুন - https://pib.gov.in/PressReleasePage. aspx?PRID=1706663

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন থ্যালাইভা

দক্ষিণ ভারতের চিত্রতারকা থ্যালাইভা চলচ্চিত্র জগতে এই নামে পরিচিত। থ্যালাইভা বা রজনীকান্ত, ৫১তম দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন। পাঁচ সদস্যের বিচারক মন্ডলী সকলেই এব্যাপারে সহমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য দাদাসাহেব ফালকে, তিনি প্রথম ছবি রাজা হরিশচন্দ্র তৈরি করেছিলেন, তার নামে ভারত সরকার এই পুরস্কার দেয়। ■

ফেলে দেওয়া জিনিসে সৌন্দর্যের ছোঁওয়া

মন কি বাত -এর ৭৫তম সংস্করণের সঙ্গে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে "অমৃত মহোৎসব"- এর সূচনা এক আশ্চর্য সমাপতন। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতে স্বাধীনতার অমৃত মহৎসব, পরিবেশ রক্ষা, পর্যটনের উন্নয়নে লাইট হাউস, কার্বি ভাষা সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগের তথ্য স্থান পেয়েছে।

অমৃত মহোৎসব : "অমৃত মহোৎসব" এর অনুষ্ঠান সারাদেশে নিয়মিতভাবে উদযাপিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে এই অনুষ্ঠানের ছবি, তথ্য মানুষ শেয়ার করছেন।

টিকাকরণ অভিযান : আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে 'ওষুধও খাবো, নিয়মও মেনে চলবো'।গতবছর এই সময়ে প্রশ্ন ছিল যে করোনার টিকা কবে আসবে। বন্ধুরা, আমাদের সকলের জন্য এটা গর্বের বিষয় যে আজ ভারত পৃথিবীর সবথেকে বড় টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

নারীশক্তি : শিক্ষা থেকে শুরু করে শিল্পোদ্যোগ, সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে বিজ্ঞান- প্রযুক্তিতেও, সব জায়গায় দেশের মেয়েরা নিজেদের আলাদা পরিচয় তৈরি করছে। পেশাগত জীবিকা হিসাবে খেলাধুলাও একটি পছন্দের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

লাইট হাউস ট্যুরিজম : "মন কি বাত"-এর সময়, আমি পর্যটনের বিভিন্ন দিক গুলি নিয়ে বহুবার কথা বলেছি, কিন্তু এই লাইটহাউস, ট্যুরিজমের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই অনন্য। পর্যটন কে উৎসাহ দিতে ভারতেও ৭১ টি লাইট হাউস চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সমস্ত লাইট হাউজ এর মধ্যে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী যাদুঘর, অ্যাম্ফি থিয়েটার, মুক্তমঞ্চ, ক্যাফেটেরিয়া , শিশু উদ্যান,পরিবেশ বান্ধব কটেজ এবং মনোরম পরিবেশ তৈরি করা হবে।

মৌচাষ : প্রচলিত কৃষির পাশাপাশি নতুন বিকল্পগুলিকে, নতুন নতুন উদ্ভাবনকে গ্রহণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মৌমাছি পালন দেশে মধু বিপ্লব বা সুইট রিভলিউশনের ভিত্তি হয়ে উঠছে। গুজরাটের বনসকান্থা মধু উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র তৈরি হয়ে উঠেছে।

পরিবেশ : সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড স্প্যারো ডে পালন করা হোল। স্প্যারো অর্থাৎ চড়ুই পাখি। আজ একে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে। বেনারসের ইন্দ্রপাল সিং বত্রা জী নিজের বাড়িটাকেই চড়ুইপাখির থাকবার জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। বিজয় জী ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ায় গ্রামের বাইরে সমুদ্রের দিকে ২৫ একর জমিতে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল তৈরি করেছেন। ওড়িশার পারাদীপ জেলার একজন ইঞ্জিনিয়র অমরেশ সামন্তও ছোটো ছোটো জঙ্গল বানিয়েছেন যাতে আজ অনেক গ্রাম রক্ষা পাচ্ছে। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে বাসের কন্ডাক্টার যোগনাথন জী নিজের বাসে যাত্রীদের যখন টিকিট দেন, তার সঙ্গে বিনামূল্যে একটা গাছের চারাও দেন। এভাবেই যোগনাথন জী অজস্র বৃক্ষরোপণে সাহায্য করেছেন।

বর্জ্যের মূল্য : কেরালার কোচির সেন্ট টেরেসা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সৃজনশীল ভাবে পূনর্ব্যবহারযোগ্য খেলনা তৈরি করছেন। এই ছাত্রছাত্রীরা পুরোনো কাপড়, ফেলে দেওয়া কাঠের টুকরো, ব্যাগ ও বাক্স ব্যবহার করে খেলনা বানানোর কাজ করছেন। বিজয়ওয়াড়ায় প্রফেসর শ্রীনিবাস পদকান্ডালা অটোমোবাইলের মেটাল স্ক্র্যাপ দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন, তার তৈরি বিশাল ভাস্কর্য সার্বজনীন পার্কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সৃষ্টির মধ্যে অভিনবত্ব আছে।

আঞ্চলিক ভাষা : কার্বি আঙলং জেলার শিকারি টিসসো জী বিগত কুড়ি বছর ধরে কার্বি ভাষার ডকুমেন্টেশন এর কাজ করে চলেছেন। শ্রীমান শিকারি টিসসো জী মনস্থির করেছিলেন তাদের ভাষার নিজস্বতাকে বাঁচাবেন। তার এই উদ্যোগের ফলেই কার্বি ভাষা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে।

মন কি বাত শোনার জন্য এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নরেন্দ্র মোদী @narendramodi

পরীক্ষার প্রস্তুতিকে কিভাবে আকর্ষণীয় করা যায়? বাড়িতে প্রস্তুতির সময় আমরা কি মজাদার কিছু করতে পারি?এর একটা সমাধান আছে...... এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য পাবেন NaMoঅ্যাপের #ExamWarriorsমডিউলে।

ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকাদের জন্য এখানে অনেক মতবিনিময়ের সুযোগ রয়েছে।

রাজনাথ সিং @rajnathsingh

বিপি জ্যাকেট উদ্ভাবনের জন্য @DRDO_Indiaএবং কানপুরের ডিএমএসআরজিই -কে অভিনন্দন। #AtmaNirbharBharat-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ভারতের এধরণের উদ্ভাবন ও পণ্য তৈরির নক্সা আরো হওয়া প্রয়োজন।

অমিত শাহ @AmitShah

রজনীকান্ত জি প্রকৃতই একজন কিংবদন্তী, বহুমুখী প্রতিভাধর অভিনেতা, যাঁর অভিনয় ও প্রতিভা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ অনুরাগী তৈরি করেছে। মর্যাদাপূর্ণ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য তিনি নির্বাচিত হওয়ায় সকল দেশবাসীর সঙ্গে আমিও শ্রী@rajnikanth জি কে অভিনন্দন জানাই।

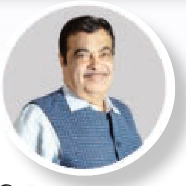

নীতিন গড়করি @nitin_gadkari

পিএমইজিপি-র মাধ্যমে ২০২০ - ২১ সালে ৬ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে ১ লক্ষ নতুন অতিক্ষুদ্র সংস্থাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

থেওয়ারচাঁদ গেহলট @TCGE

দেশে সামাজিক আত্মনির্ভরতার জন্য নিজের দায়িত্ব পালনকারী, সবকিছু যিনি সমাজের জন্য দিয়েছেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণ এবং ন্যায়ের জন্য সোচ্চার হয়েছেন, সেই মহানায়ক ভারতরত্ন বাবা সাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকর জির জন্মদিন ১৪ই এপ্রিলকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে।

গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত @gssjodhpur

#JalJeevanMission-এর অনেক ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটিকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে। সমুদ্র থেকে ১৫২৫৬ ফুট উপরে যেখানে সূর্যের আলোয় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রীতে পৌঁছায় এবং শীতকাল তুষারাবৃত থাকে, সেখানে জেজেএম ২০২০র সেপ্টেম্বরে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দিয়েছে। এর ফলে চরম আবহাওয়ায় থাকা সাহসী মানুষদের মনে খুশির ছোঁয়া লেগেছে।

75TH M

Modernising agri sector is need of the hour: PM

HARIKISHAN SHARMA
NEW DELHI, MARCH 28

Important to adopt innovations: PM Modi

MODERNISING THE agriculture sector is the "need of the hour" and the country has already lost a lot of time in doing this, Prime Minister Narendra Modi said on Sunday.

On the 75th episode of his monthly 'Mann Ki Baat' radio programme, he said: "Modernization is essential in all fields of life, otherwise it becomes a burden at times. In India's agriculture sector, modernization is the need of the hour. It's very late, we have already lost a lot ...

... or sweet revolution in the country. Farmers, in large numbers, are associating with it; innovating," Modi said.

During the 32-minute programme, the Prime Minister narrated several examples of farmers adopting new methods to increase their income.

"For instance ...

... exported to foreign countries."

Modi stated that bee farming does not lead to income solely from honey, but bee wax is also a very big source of income.

"Our country currently imports bee wax, but our farmers are now rapidly transforming this situation...that is, in a way contributing in the 'Atmanirbhar Bharat' campaign," he said.

The Prime Minister spoke about the 'Amrit Mahotsav' being celebrated to mark the 75th anniversary of Independence.

... ster also re... Curfew' im... the coron... ear ...

Modi, Hasina sign key bilateral pacts

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi and his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina on Saturday reviewed progress in development and connectivity initiatives even as the two countries signed five agreements in areas ranging from trade to disaster management.

On the second and final day of his first foreign visit since the coronavirus disease outbreak last year, Modi held one-on-one talks with Hasina in Dhaka, followed by delegation-level talks that lasted more than an hour. The two leaders discussed

Prime Minister Narendra Modi hands over a box of Covid-19 vaccines to Bangladesh PM Sheikh Hasina. PTI

... to come," Modi ... new MoUs will ... to the develop... rship and benefit ... of the two sides. ... youth, he said. ... ed over a symbolic

With 7.3 lakh tests/million, Delhi tops screening list

Amid Surge In Cases, Covid Tests Up 38% Nationally In 2 Weeks

Pradeep.Thakur
@timesgroup.com

New Delhi: States seem to have taken the surge in coronavirus infections seriously with tests for Covid-19 going up by more than 38% over the last two weeks compared to the first half of March. Countrywide, the total samples ... have gone up from 97.89 ... March 1-14 to ...

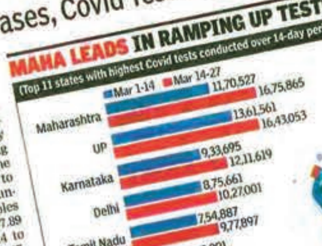

... lakh), Telangana (2.70 lakh) and Tamil Nadu (2.56 lakh). Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Punjab rank lower in the order with 1.5-2 lakh tests per million, registered till Tuesday. At 94,000 tests/million ... West Bengal scores one of the lowest among states ... Union Territories.

The Centre has emphasised that the 'T3 mantra' — Testing, Tracing and ... ing — emphasised by the Centre can not only bring ... infections but also the ... ty rate. Besides Maharashtra, which has reported ... of all the ...

Cabinet nod to ₹10,900-crore PLI for food processing sector

Six-year plan to incentivise manufacturing in four segments; MSMEs to benefit, too

OUR BUREAU
New Delhi, March 31

To expand food processing capacity and support Indian brands to increase visibility in international markets, the Cabinet on Wednesday gave its nod to a Production-Linked Incentive scheme for the food processing ...

Delhi to Dhaka: Bridging distance with friendship

FROM MUSEUM the fallen Indian soldiers in 1971 war to mutual friendship and exhibit, a look at some of the key outcomes of Prime Minister Narendra Modi's Bangladesh visit:

■ Tribute to Indian martyrs of Bangladesh Liberation War: Foundation stone unveiled for the first memorial honoring martyrs ...

■ Launch of an India-Bangladesh friendship stamp to commemorate the 50th anniversary of establishment of India-Bangladesh diplomatic relations.

■ ... against Covid-19: Gift of 1.2 million Covid 19 vaccine doses. Bangladesh is the largest foreign recipient of India-made Covid19 vaccines – 10.2 million doses have been delivered by ...

Delhi University to facilitate Bangladesh studies announced.

Prime Minister Modi visited the historic Jashoreshwari Temple in Shyamnagar, Satkhira. He announced that India will build a community hall-cum-cyclone shelter under grant funding of GOI at Shyamnagar.

■ At Orakandi, Modi announced that India will build a primary ...

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
April: 16-30, 2021

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22 posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date April 05, 2021, Pages - 44)

শস্য বীমা যোজনার উপর নৈনিতালের কৃষক খেমানন্দের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠির উত্তর!

প্রিয় খেমানন্দ জি,

কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত জানানোর জন্য ধন্যবাদ। এই উদ্যোগগুলি দেশকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেব। আজ কোটি কোটি কৃষক প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার মতো একটি কৃষকবান্ধব বীমা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। কৃষকদের কল্যাণে আমাদের অঙ্গীকার এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। বীজ থেকে ফসলের বাজারজাতকরণ পর্যন্ত কৃষক যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলি দূর করাতে স্থিতিশীল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁদের সমৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রগতি নিশ্চিত হয়। আজ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার দিকে দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

নরেন্দ্র মোদী

Bengali

Editor
Jaideep Bhatnagar, Principal Director General, PIB, New Delhi

Published & Printed by: Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Viba Press Pvt Ltd. C-66/3, Okhla Ind Area Phase-II, New Delhi 20